বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিয়মিত মুখপত্র
জানুয়ারি ২০২২, বর্ষ ০৫, সংখ্যা ০১

উপকূল

“সমুদ্র সুরক্ষায় সক্ষমতা বাড়ছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের”

বিশেষ সাক্ষাৎকারে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক

জাতিসংঘের কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হলো সামুদ্রিক জলবায়ু

গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা প্রতিরোধের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বাড়ছে

গঙ্গামতির চর: সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মোহনীয় রূপদর্শন

সীমিত সম্পদ নিয়েও দেশের সব উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নদ-নদী এলাকায় যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা, উদ্ধার, মানব পাচার ও চোরাকারবারি রোধ কিংবা মৎস্যসম্পদ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। অব্যাহত রেখেছে নিজস্ব লোকবল, সমৃদ্ধ আধুনিক বাহিনী গঠনের অগ্রযাত্রা। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্মিলিত প্রেরণার অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কোস্ট গার্ড এর মুখপত্র 'উপকূল'। সকলের অংশগ্রহণে উন্নত ও সমৃদ্ধ 'উপকূল' নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাব নিরন্তর।

১৬

বিদেশে প্রশিক্ষণ: মিরিসার দিনগুলো

শ্রীলংকার মিরিসায় ইউএনওডিসির আয়োজনে ও শ্রীলংকান কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে ভিজিট, বোর্ড, সার্চ অ্যান্ড সিজার (ভিবিএসএস) ও কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড নিউক্লিয়ার (সিবিআরএন) আসপেক্টসের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশে কোস্ট গার্ড থেকে আটজন প্রশিক্ষণার্থী মনোনীত করা হয়। মূলত বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলসীমা, মাদকদ্রব্য পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, জলদস্যুতা, অবৈধ কার্গো, বিপজ্জনক ও অবৈধ রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভিবিএসএস ও সিবিআরএন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০২১ সালের ১১-২২ অক্টোবর ছিল আমাদের প্রশিক্ষণের সময়সীমা।

২০

জাতিসংঘের কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হলো সামুদ্রিক জলবায়ু

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে সম্প্রতি হয়ে গেল জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক সম্মেলন (কপ২৬)। সম্মেলন শেষের চুক্তিতে সামুদ্রিক জলবায়ুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সামুদ্রিক পরিবেশবাদীরা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন এবং একে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তারা একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হলে এই অগ্রগতি কোনো কাজেই আসবে না। কপ২৬ সম্মেলন শেষে গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্ট গ্রহণ করা হয়, যেখানে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে সাগরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপকূল

এ সংখ্যায় থাকছে

০৬

বিশেষ সাক্ষাৎকারে

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

এই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগর এলাকার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর এখন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভূরাজনৈতিক মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশের এই সুবিশাল সমুদ্রসীমা ও সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষা ও সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য একটি আধুনিক ও সক্ষম কোস্ট গার্ডের প্রয়োজন এবং উক্ত গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ক্রমান্বয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

সম্পাদকীয় ▪ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ▪ ১১
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রধান প্রধান সংবাদ

আন্তর্জাতিক ▪ ২০
বিশ্বজুড়ে কোস্ট গার্ড ও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা, পরিবেশ, উদ্ভাবন সংবাদ

উন্নয়ন অভিযাত্রা ▪ ৩০
কোস্ট গার্ডের অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির অগ্রগতি

জোনাল সংবাদ ▪ ২৪
সব জোনের নিয়মিত খবরাখবর

সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ▪ ৪২
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উদ্ধার তৎপরতা

অভিযান ▪ ৩২
বিভিন্ন জোনের নিশ্ছিদ্র নজরদারি ও আটকের সংবাদ

সংঘ সংবাদ ▪ ৪৫
কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘের খবরাখবর

০৫

কোস্ট গার্ড মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিলেন রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ১৩তম মহাপরিচালক হিসেবে রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ২৪ আগস্ট ২০২১ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ১৭ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ অধিশাখার প্রজ্ঞাপনে রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরীকে কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন পান। তাঁর চাকরি জীবন সমুদ্রের বিশাল অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে।

১১

প্রধানমন্ত্রীর সাথে উন্নত দেশ গঠনের শপথ নিলেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ডে সামরিক ব্যক্তিবর্গ এবং সদর দপ্তর মাল্টিপারপাস হলে অসামরিক ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে উন্নত দেশ গঠনের শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। একই সময় কোস্ট গার্ডের সকল জোন, বেইস, জাহাজ, স্টেশন ও আউটপোস্টে কর্মরত কর্মকর্তা-নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গও শপথ গ্রহণ করেন।

১৪

গঙ্গামতির চর: সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মোহনীয় রূপদর্শন

গঙ্গামতির চর। সাগরকন্যা কুয়াকাটাসংলগ্ন একটি সৈকত। বনভূমির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে ঘেরা লীলাভূমি। একই স্থানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখা যায় সেখান থেকে। এ দৃশ্য উপভোগের জন্য প্রতিদিনই দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড় জমে সেখানে। গঙ্গামতির চর এখন পর্যটকদের কাছে অন্যতম ভ্রমণ স্পট।

পটুয়াখালী জেলার সমুদ্রতীরবর্তী কলাপাড়া উপজেলার ধুলাসার ইউনিয়নের চরগঙ্গামতি এলাকায় এই সৈকতের অবস্থান। আরও স্পষ্ট করে বললে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে সমুদ্রের কোলঘেঁষে সৈকতটি অবস্থিত।

উপকূল
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিয়মিত মুখপত্র

কনটেন্ট সময়কাল: জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২২; বর্ষ ০৫, সংখ্যা ০১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী
এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
ক্যাপ্টেন এস এম মেজবাহউদ্দিন
(এন), পিএসসি, বিএন

সদস্য
কমান্ডার রিয়াজ শহীদ, (এস), পিএসসি, বিএন
লেঃ কমান্ডার আব্দুর রহমান, (এক্স), বিএন
সার্জন লেঃ সাইয়ীদা আক্তার তরী, এএমসি

সদস্য সচিব
এম মনোয়ার হোসেন, পিসিজিএমএস, আইন কর্মকর্তা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
উপকূল, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর,
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭
ইমেইল: jag@coastguard.gov.bd
ওয়েব: www.coastguard.gov.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয়

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাই কোস্ট গার্ডের লক্ষ্য

নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা পার করলাম আরেকটি করোনাক্রান্ত বছর। ২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পরপরই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলাকে যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ২০২১ সালে আগের বছরের মতো তীব্র না হলেও বছরের শুরুতে করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এবং শেষদিকটায় ওমিক্রন সারা বিশ্বকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। ওমিক্রন খুব একটা শক্তিশালী না হলেও এর অতিসংক্রামক বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতি খারাপ করে তুলতে পারে। টিকা গ্রহণ এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এই ব্যাপারে কোস্ট গার্ড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডও সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার জোনসমূহে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ত্রাণসহায়তাসহ বিভিন্ন জীবিকা নির্বাহের দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করে আসছে।

আশার কথা, এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশ তার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। কোস্ট গার্ডও তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে যথাযথ নিয়মে। এর সদস্যরা অটুট মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা, কঠোর পরিশ্রম, সততা, আন্তরিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে প্রতিবছরই সাফল্য অর্জন ও নতুন নতুন মাইলফলক স্থাপন করে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলে বনদস্যুতা দমন, মৎস্য, তেল, গ্যাস, বনজসম্পদ রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ ও বিপদাপন্ন জেলেদের উদ্ধারকরণের পাশাপাশি পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ, সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রদান করাই মূলত কোস্ট গার্ডের অভিলক্ষ্য। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাই কোস্ট গার্ডের লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় কোস্ট গার্ডের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশের সব নৌ-উপকূলীয় এলাকা আজ সুরক্ষিত। এতে করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেমন দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে, তেমনি বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড বর্তমান সরকারের সঠিক দিকনির্দেশনা ও রূপকল্প ২০৩০ এর আলোকে বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি বেগবান হয়েছে এবং সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২১ সালে প্রায় ২ হাজার ১৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকার, বিভিন্ন ধরনের কারেন্ট জাল, মশারি, বেহুন্দি, অন্যান্য জাল, মা ইলিশ, জাটকা, চিংড়ি পোনা আটক করেছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২০২১ সালে প্রায় ১০০ কোটি ১৯ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য আটক করেছে। চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানে একই বছর আটক করেছে পর্যন্ত প্রায় ১১২ কোটি ৩৬ লাখ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য।

শত প্রতিকূলতার মাঝেও কোস্ট গার্ড সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থেকে দেশকে এগিয়ে নেবে ভবিষ্যতের দিকে।

কোস্ট গার্ড মহাপরিচালকের দায়িত্ব নিলেন

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী

গত ২৪ আগস্ট ২০২১ রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ১৩তম মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ১৩তম মহাপরিচালক হিসেবে রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ২৪ আগস্ট ২০২১ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ১৭ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ অধিশাখার প্রজ্ঞাপনে রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরীকে কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন পান। তাঁর চাকরি জীবন সমুদ্রের বিশাল অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি গণচীন থেকে 'মিসাইল কমান্ড অ্যান্ড ট্যাকটিকস কোর্স', পাকিস্তানে 'গানারি স্পেশালাইজেশন কোর্স', ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ মিরপুরে 'স্টাফ কোর্স', ইউএস নেভাল ওয়ার কলেজ থেকে 'নেভাল স্টাফ কোর্স', এনডিসি বাংলাদেশ থেকে 'আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স', এনডিইউ চীনে 'স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ কোর্স', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্যাসিফিক ফ্লিট এইচকিউতে 'কম্বাইন্ড ফোর্সেস মেরিটাইম কম্পোনেন্ট কমান্ডার ফ্ল্যাগ অফিসার্স কোর্স' সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী আন্তঃবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনার এবং উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের পর্যবেক্ষক হিসেবে সুদানে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রিয়ার এডমিরাল পদে পদোন্নতি পান। কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক পদে নিয়োগের আগে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনী খুলনা নৌঅঞ্চলের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

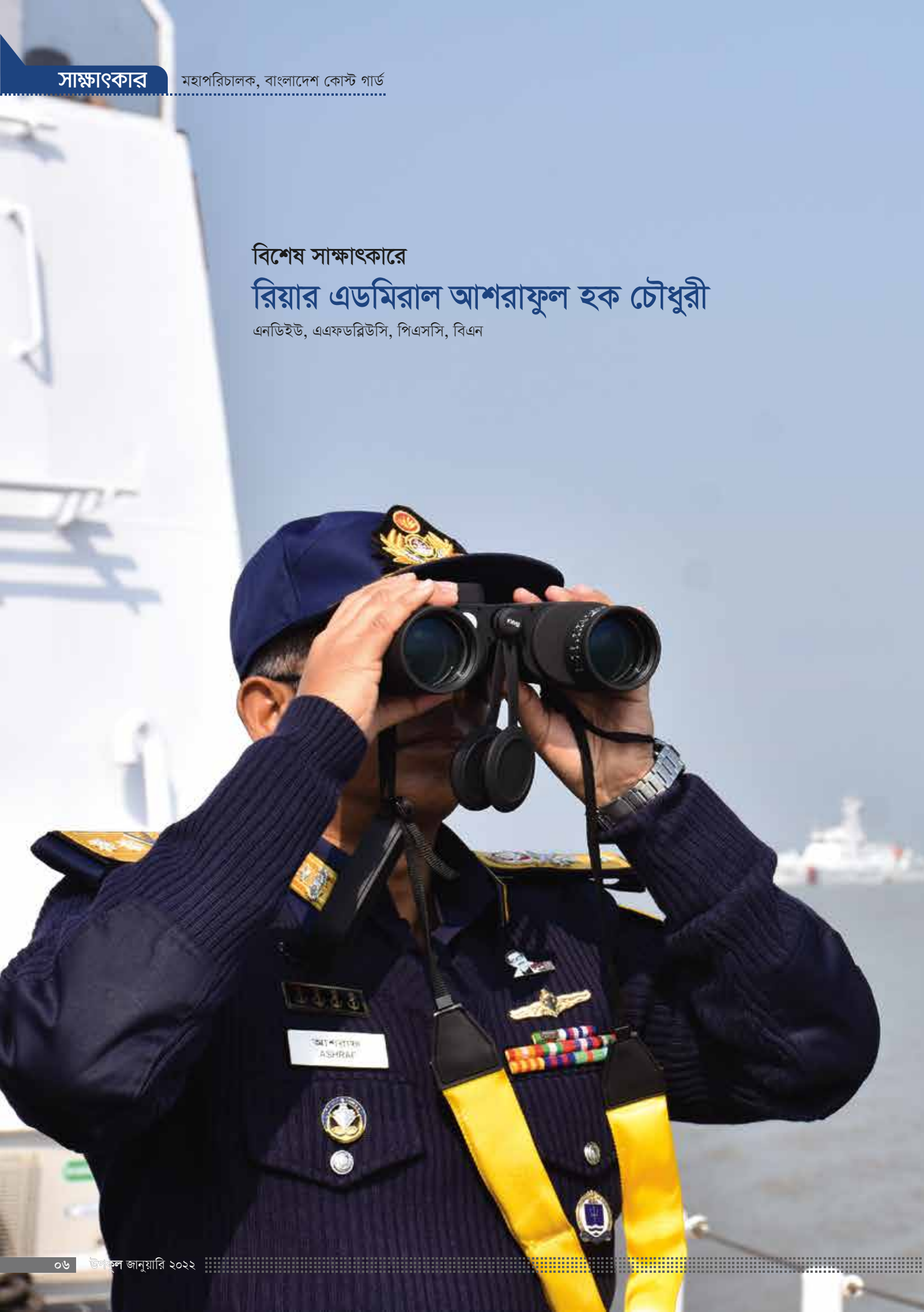

বিশেষ সাক্ষাৎকারে

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী

এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, পরিচিতি

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন ২০২১ সালের ২৪ আগস্ট বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশনপ্রাপ্ত হন।

রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী নৌবাহিনী ও আন্তঃবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়ক, নৌ সদর/আন্তঃবাহিনী সংস্থায় পরিচালক, ফ্লিট কমান্ডার ও এরিয়া কমান্ডারের দায়িত্ব। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সেমিনার ও উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ সফরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের পর্যবেক্ষক হিসেবে সুদানে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

সমুদ্রের বিশাল অভিজ্ঞতা ও দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরীর চাকরিজীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি গণচীন থেকে 'মিসাইল কমান্ড অ্যান্ড ট্যাকটিকস কোর্স', পাকিস্তানে 'গানারি স্পেশালাইজেশন কোর্স', ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ মিরপুরে 'স্টাফ কোর্স', ইউএস নেভাল ওয়ার কলেজ থেকে 'নেভাল স্টাফ কোর্স', ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ বাংলাদেশ থেকে 'আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স', ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি চীনে 'স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ কোর্স', যুক্তরাষ্ট্রে প্যাসিফিক ফ্লিট হেডকোর্য়াটার 'কম্বাইন্ড ফোর্সেস মেরিটাইম কম্পোনেন্ট কমান্ডার ফ্ল্যাগ অফিসার্স কোর্স' সম্পন্ন করেন। ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি রিয়ার এডমিরাল পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং বর্তমান নিযুক্তি পাওয়ার আগে কমান্ডার, খুলনা নৌ অঞ্চল হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

শুরুতেই আপনাকে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তো বিশেষায়িত বাহিনী। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কার্যক্রমের সঙ্গে এই বাহিনীর কার্যক্রমে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। এই নতুন কর্মপরিবেশে নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কতটা কাজে লাগবে বলে মনে করেন?

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্মলগ্ন থেকেই নৌবাহিনীর সাথে এর সম্পর্ক নিবিড়। নৌবাহিনীর প্রতিটি স্তরের সঙ্গেই সমন্বয় রয়েছে কোস্ট গার্ডের। যদিও বাহিনী দুটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন। নৌবাহিনী প্রতিরক্ষা এবং কোস্ট গার্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন। শান্তিকালীন সময়ে দেশের সমুদ্র এলাকায় নজরদারির যৌথ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর অংশ হিসেবে মূলত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত। অন্যদিকে কোস্ট গার্ড শান্তিকালীন সময়ে, সমুদ্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ দায়িত্ব যেমন চোরাচালান প্রতিরোধ, অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ, উদ্ধার তৎপরতা, উপকূলীয় জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বও পালন করে থাকে।

মৌলিক পার্থক্য থাকলেও নৌবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা কোস্ট গার্ড বাহিনীতে কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্টই সহায়ক ভূমিকা রাখে। সমুদ্র এলাকায় নজরদারির দায়িত্ব বাহিনী দুটি যৌথভাবে পালন করে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয় বড় ভূমিকা রাখে। আর এই সমন্বয় কোস্ট গার্ডের কাজের ধরন বুঝতে নৌবাহিনীর সদস্যদের সহায়তা করে।

শান্তিকালীন সময়ে সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখা ও সমুদ্রসম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ডের অবদান অনেক। বিভিন্ন দেশ এই গুরুত্ব অনুধাবন করে তাদের কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছে?

এই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগর এলাকার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। কৌশলগত দিক থেকে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর এখন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভূরাজনৈতিক মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশের এই সুবিশাল সমুদ্রসীমা ও সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষা ও সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য একটি আধুনিক ও সক্ষম কোস্ট গার্ডের প্রয়োজন এবং উক্ত গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ক্রমান্বয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

প্রতি বছরই নতুন নতুন জাহাজ ও বোট বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বহরে যুক্ত করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি বাহিনীর বহরে যুক্ত হয়েছে নতুন নয়টি জাহাজ। ২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই নয়টি জাহাজ ও বিসিজি বেইস ভোলার কমিশনিং এবং অফিসার্স মেস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। কমিশনিংকৃত নয়টি জাহাজের মধ্যে দুটি অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি)। পাঁচটি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি)। আর দুটি ফাস্ট প্যাট্রোল বোট (এফপিবি) শ্রেণির।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনটি প্রকল্পের আওতায় কোস্ট গার্ডের ঘাঁটিগুলোর কর্মকর্তা ও নাবিকদের জন্য বাসস্থান, অফিসার্স মেস, নাবিক নিবাস ও প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। পটুয়াখালী অঞ্চলে নিজস্ব প্রশিক্ষণ ঘাঁটি 'বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা' তৈরির মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের জনবলের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কোস্ট গার্ডের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড ও খুলনা শিপইয়ার্ডে দুটি আইপিভি, একটি ফ্লোটিং ক্রেন, দুটি টাগ বোট ও ১৬টি বোট নির্মাণ করা হচ্ছে, যা অচিরেই কোস্ট গার্ডের বহরে সংযুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গজারিয়ায় কোস্ট গার্ডের একটি ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হচ্ছে। সুনীল অর্থনীতি ও গভীর সমুদ্রে নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০৩০ ও ২০৪১ অনুযায়ী সরকার এ বাহিনীর জনবল ১৫ হাজারে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া এ বাহিনীর জন্য হোভারক্রাফট, ড্রোন ও সব আবহাওয়ায় চলাচল উপযোগী বৃহৎ আকারের জাহাজ সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এসব

পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা এরই মধ্যে বেড়েছে এবং এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

অভিবাসনপ্রত্যাশী/শরণার্থীদের ঢল সামাল দেওয়া এখন সারা বিশ্বেই কোস্ট গার্ড বাহিনীগুলোর জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জের নাম। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাফল্য কেমন?

সম্প্রতি মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় সৃষ্ট অস্থির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে। এই এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির ওপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করা হচ্ছে। ২০২০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটককৃতদের পরবর্তীতে ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। মিয়ানমার, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে প্রত্যাহত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ প্রতিহত করার লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০২০ সাল হতে অদ্যাবধি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে।

সুনীল অর্থনীতির যুগে সাগরে নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সুনীল অর্থনীতিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। যেহেতু সম্ভাবনার পরিধি বেড়েছে, সেহেতু সাগরে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্বও বেড়েছে। এক্ষেত্রে আপনারা কী ভূমিকা পালন করছেন?

মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে নিষ্পত্তি হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) এখন বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সংরক্ষিত সমুদ্রসীমায় যে খনিজ সম্পদ, তেল-গ্যাস, মৎস্য ও জীববৈচিত্র্য রয়েছে, তার টেকসই ব্যবহার দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস ও বিভিন্ন আকরিকে সমৃদ্ধ। কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫০ কিলোমিটার তটভূমির বালিতে জিরকন, ইলমেনাইট, কায়ানাইট, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট ও মেনোজাইটের মতো মূল্যবান ভারী খনিজ পাওয়া গেছে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এসব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এক্ষেত্রে বাহিনীর কর্মপরিধি অনুযায়ী সম্পদের সুরক্ষা প্রদানে সর্বোচ্চ সচেষ্ট রয়েছে।

দেশের সুনীল অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সমুদ্র ও উপকূলীয় পর্যটন। বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ৭১০ কিলোমিটার লম্বা উপকূল রেখা ছুঁয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। উপকূল ও সমুদ্রে ছোট-বড় মিলিয়ে বেশকিছু সংখ্যক চর/দ্বীপ রয়েছে বাংলাদেশের। দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চলে রয়েছে অনেক ধরনের প্রাণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকা, যেগুলো হয়ে উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র। এসব সম্ভাবনাময় স্থানের মধ্যে রয়েছে জলজ প্রাণবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ গভীর সমুদ্র, প্রবাল বসতি, সামুদ্রিক ঘাসকেন্দ্রিক জলজ বসতি, বালুময় সমুদ্রসৈকত, জলাভূমি, প্লাবন অববাহিকা, মোহনা, উপদ্বীপ, লেগুন, নানা ধরনের দ্বীপ ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। দেশের মোট ২৫টি প্রাণ-প্রতিবেশগত অঞ্চলের মধ্যে ১১টিই উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। আরও চারটির অংশবিশেষ এ অঞ্চলে পড়েছে। এই অঞ্চলে ১০টি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পাঁচটি জাতীয় উদ্যান ও ১৭টি মৎস্য অভয়ারণ্য রয়েছে। এসব সম্পদ দেশের কোস্টাল ট্যুরিজমের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এই উপকূলীয় পর্যটনকে সুরক্ষিত রাখতে সর্বদা তৎপর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

প্রতিবেশী উপকূল রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন? আঞ্চলিক সম্পর্কোন্নয়নে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

অভিন্ন স্বার্থেই বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী প্রতিবেশী দেশসমূহের কোস্ট গার্ড বাহিনীর মধ্যে আন্তঃসহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ও ভারতের কোস্ট গার্ড এরই মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়ায় অংশ নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ২০১৩ সালে মার্কিন সরকার বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শুভেচ্ছাস্বরূপ ছয়টি দ্রুতগতির জলযান দিয়েছে। মার্কিন সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কয়েকটি কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া জাপান, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকেও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ সহায়তা পাচ্ছে। সম্প্রতি, আরেক বন্ধুপ্রতিম দেশ জাপানের আর্থিক অনুদান সংস্থা জাইকা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে ৪টি ২০ মিটার ও

২০টি ১০ মিটার সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এবং পলুশন কন্ট্রোল বোট হস্তান্তর করে।

প্রতিবেশীসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কোস্ট গার্ড বাহিনীর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলা এবং জলসীমা ও সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বদা সচেষ্ট।

জলদস্যুতা, ডাকাতি, মানব পাচার তথা জলসীমার যেকোনো অপতৎপরতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বদাই সচেষ্ট। এই কাজে বাহিনীর অর্জিত সাফল্য কেমন?

কোস্ট গার্ডের অন্যতম দায়িত্ব জলদস্যুতা প্রতিরোধ। জলদস্যুতার কারণে একসময় চট্টগ্রাম বন্দর কালো তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এখানে জলদস্যুতার হার শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তাই এটি গ্রিন পোর্ট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা বহির্নোঙর ও সুন্দরবন অঞ্চলে তৎপর জলদস্যুদের আটক করতে সার্বক্ষণিক নজরদারি করি। সুন্দরবন এলাকার বড় বড় দস্যুদল ক্রমশ আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে। বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে আসা বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে বন্দর ও বহির্নোঙরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে এরই মধ্যে বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। গত কয়েক বছরে বহির্নোঙরে থাকা জাহাজগুলোয় চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেনি। বহির্নোঙরে অবস্থান করা বিদেশি জাহাজগুলোর নিরাপত্তা বিমা-সংক্রান্ত ব্যয় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে এসেছে। ফলে আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশ্বের সমুদ্রবন্দরগুলোর দক্ষতার ওপর নজরদারি কর্তৃপক্ষ আইএনবির মতে, কোস্ট গার্ডের সার্বক্ষণিক তৎপরতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর নিরাপদ রয়েছে। এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মানিত করেছে।

২০২০ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১ লাখ৪ হাজার ৬৯৮টি চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বনদস্যু, ডাকাত ও অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ৬৮১ জন ব্যক্তিকে আটক ও প্রায় ২২১ কোটি ৪২ লাখ ৩৮ হাজার টাকার পণ্য জব্দ করেছে। সুন্দরবনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদ রক্ষায় পরিচালিত অভিযানে কোস্ট গার্ড অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রায় ১৯ কোটি ৭৯ লাখ টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন বনজ সম্পদ আটক করেছে কোস্ট গার্ড।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশজুড়ে রয়েছে উপকূল। বাংলাদেশের উপকূলীয় জনপদ সবসময়ই প্রকৃতির কাছে অসহায়। দুর্যোগকালীন সময়ে বিপদগ্রস্তদের সহায়তায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা কী?

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর যেকোনো আপৎকালীন সময়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বরাবরই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলে বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া, তাদের যতটা সম্ভব প্রাণহানি ও সম্পদহানির কবল থেকে রক্ষা করা, দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ, খাবার পানি ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠন কার্যক্রম, বাঁধ পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে বরাবরই সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এসেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

২০২১ সালের মে মাসে মধ্য-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে পরিণত হয়। এ সময় কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সব জোনে ঘূর্ণিঝড় মনিটরিং সেল গঠন করা হয় এবং উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ডের নিজস্ব স্টেশন/আউটপোস্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দুর্যোগকালীন সময়ে উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ডের স্টেশন/আউটপোস্ট/সিসিএমসিতে বিপদগ্রস্তদের আশ্রয় প্রদান করা হয় এবং অনেক গবাদিপশুর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঘূর্ণিঝড় শেষে উপকূলীয় এলাকায় অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের মৎস্যসম্পদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ কাজে বাহিনীর সাম্প্রতিক সাফল্যের ওপর আলোকপাত করুন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। মা ইলিশ রক্ষায় সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার সময়ে কোস্ট গার্ড ইলিশ প্রজননক্ষেত্রে ইলিশ আহরণ বন্ধে বিশেষ

অভিযান পরিচালনা করে। ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর থেকে ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ভোলা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদ-নদীতে জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনা করেছে কোস্ট গার্ড। ২০২০ ও ২০২১ সালে মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মোট ৪১ হাজার ৯৬টি অভিযান পরিচালনা করেছে কোস্ট গার্ড। এসব অভিযানে ৭৩ কোটি ৮১ লাখ ৫১৭ বর্গমিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে। অন্যান্য জাল জব্দ করা হয়েছে ১০ কোটি ১৮ লাখ ৯১ হাজার ৩০৬ বর্গমিটার। জাটকা উদ্ধার করা হয়েছে ৩ লাখ ৬২ হাজার ৭০৬ কেজি। রেণু পোনা উদ্ধার করা হয়েছে ৪ কোটি ৫১ লাখ ৪৯ হাজার ৩২০ পিস। ফিশিং বোট আটক করা হয়েছে ১ হাজার ২২৬টি। আর জেলে আটক করা হয়েছে ২ হাজার ৪৮৩ জন।

করোনা মহামারির কারণে সারা বিশ্বই এখন প্রতিকূল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতীতেও দেখা গেছে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ জোনসমূহের অপারেশনস রুমে করোনা মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী লকডাউন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দায়িত্বাধীন এলাকাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেক পয়েন্ট স্থাপনের পাশাপাশি নৌপথ ব্যবহার করে লঞ্চ/ট্রলার/বোটের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গমনে নিরুৎসাহিত করা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা ও জনসাধারণের মধ্যে করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালু রেখেছে।

ডেল্টা প্ল্যানের অধীনে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাধারগুলো নিয়েও যথেষ্ট কাজ করতে হবে। এই কাজের সঙ্গে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কার্যক্রমের আরও সমন্বয় ঘটানো যায় কীভাবে?

শতবর্ষী ডেল্টা প্ল্যান তথা 'বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' কে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে দেখছে সরকার। বন্যা, নদীভাঙন, নদীব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্যব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে আলোচিত 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল'। বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে কোস্ট গার্ড বাহিনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত এ মহাপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য 'সুনীল অর্থনীতি' বাস্তবায়নের এ বাহিনীর ভূমিকা হবে প্রত্যক্ষ ও প্রধান। এছাড়া এ পরিকল্পনার অন্যতম 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত দেশের নদী অঞ্চল এবং মোহনাসমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত যেকোনো কৌশল বাস্তবায়নে এ বাহিনীর ভূমিকা থাকবে। দেশের গতিশীল অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে অন্যতম কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে কোস্ট গার্ড বাহিনীর ভূমিকা হবে অপরিহার্য। এর বাইরেও কোস্ট গার্ড বাহিনী ডেল্টা নলেজ ব্যাংক-এ ইনপুট দিয়ে সহায়তা করবে।

কোস্ট গার্ডের সদস্যদের স্বল্প সময়ের জন্য নৌবাহিনী থেকে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাতে করে দেখা যায় দেশে-বিদেশে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোস্ট গার্ড সদস্যদের প্রস্তুত করার পরই হয়তো তাদেরকে আবার নৌবাহিনীতে ফিরে যেতে হয়। এর আগে আমরা শুনেছিলাম এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার কোস্ট গার্ডের নিজস্ব লোকবল নিয়োগের পরিকল্পনা করতে যাচ্ছে। সেই পরিকল্পনার ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর কোস্ট গার্ড কর্তৃক নিজস্ব জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নিজস্ব জনবল নিয়োগের সকল ধরনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কোস্ট গার্ডের নিজস্ব জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড আইন, নিয়োগ বিধিমালাসমূহ এবং অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে কোস্ট গার্ডের নিজস্ব জনবল নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে উৎকর্ষের নতুন ধাপে নিয়ে যেতে আপনি অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করছি। সেই সঙ্গে বিদ্যমান প্রতিকূলতাগুলো অপসারণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, সেটাই বিশ্বাস। উপকূলের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সব সদস্যকে অভিনন্দন। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

উপকূল পাঠকদের বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

- উপকূল ডেস্ক, এনলাইটেন ভাইবস

৩০ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ব্যবস্থাপনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের নেতৃত্বে সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জলসীমায় অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেছেন

কোস্ট গার্ডের ব্যবস্থাপনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড পরিদর্শন

বাংলাদেশের জলসীমায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের অফুরন্ত সামুদ্রিক সম্পদে ভরপুর সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের নেতৃত্বে সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ব্যবস্থাপনায় কোস্ট গার্ড জাহাজ কামরুজ্জামানে চড়ে পরিদর্শনকারী দলে ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, পুলিশের আইজি ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার), বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম, বিজিবিএম (বার), এনডিসি, পিএসসি এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড যাওয়ার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কোস্ট গার্ডের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এ সমুদ্র এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল স্তরের সদস্যগণ আরও অনুপ্রাণিত হয়ে সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ২১ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে (শাশ্বত শিখা) পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে তিন বাহিনীর প্রধানগণ। এ সময় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে উন্নত দেশ গঠনে শপথ নিলেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ডে সামরিক ব্যক্তিবর্গ এবং সদর দপ্তর মাল্টিপারপাস হলে অসামরিক ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে উন্নত দেশ গঠনের শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। একই সময় কোস্ট গার্ডের সকল জোন, বেইস, জাহাজ, স্টেশান ও আউটপোস্টে কর্মরত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ কোস্ট গার্ড সদস্যগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে উন্নত দেশ গঠনের শপথ নেন

দায়িত্বভার গ্রহণের পর গত ২৩ আগস্ট ২০২১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক

কর্মকর্তা-নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গও শপথ গ্রহণ করেন। এ দিন বিজয় দিবস উপলক্ষে সদর দপ্তর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বাদ ফজর বিশেষ দোয়া মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা এবং নাবিক উপস্থিত ছিলেন।

করোনা সংক্রমণ রোধে উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড মোতায়েন

দেশব্যাপী করোনাভাইরাসের শনাক্ত ও মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। এতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ রোধে উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে দায়িত্ব প্রদান করে। সরকারের জারি করা নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিষেধাজ্ঞার শুরু থেকে নৌপথে জনসাধারণের চলাচল ও গমনাগমন বাস্তবায়ন এবং জরুরি সেবা ও সরবরাহ যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন নদ-নদী, লঞ্চঘাট, ফেরিঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলে কোস্ট গার্ডের নিয়মিত টহল জোরদার করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা জোনের আওতাধীন গজারিয়া, চাঁদপুর, বক্তাবলী ফেরিঘাট, হাইমচর, মাওয়া দিয়ে নৌপথে সর্বসাধারণের যাতায়াত বন্ধের লক্ষ্যে চেক পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। পূর্ব জোন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর মুখ, কুতুবদিয়া চ্যানেল, মহেশখালী চ্যানেল ও টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়ে নৌপথে সর্বসাধারণের যাতায়াত বন্ধের লক্ষ্যে চেক পোস্ট স্থাপন করেছে। পশ্চিম জোন মোংলার রূপসা, নলিয়ান, মোংলা নালা এবং দক্ষিণ জোন মজু চৌধুরীর হাট (লক্ষ্মীপুর), ইলিশা ঘাট, বরিশাল লঞ্চঘাট এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করেছে। এ ছাড়া স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

মহাপরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ১৩তম মহাপরিচালক হিসেবে রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ২৪ আগস্ট ২০২১ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি গত ২৩ আগস্ট ২০২১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এবং সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি,

করোনাভাইরাস সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় অসহায় ও দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যরা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে নৌবাহিনী প্রধান স্বাগত জানান এবং দুই বাহিনী প্রধানের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পারস্পরিক সৌহার্দতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

গত ২৯ আগস্ট ২০২১ মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার) এর সাথে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছালে পুলিশ মহাপরিদর্শক মহাপরিচালক মহোদয়কে স্বাগত জানান। উক্ত সাক্ষাতে বাহিনী প্রধানগণ বাংলাদেশ পুলিশ এবং কোস্ট গার্ডের কার্যপরিধি এবং দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় মতবিনিময় করেন। সাক্ষাৎ শেষে বাহিনী প্রধানদের মধ্যে শুভেচ্ছা উপহার এবং ক্রেস্ট বিনিময় হয়।

ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ (ডিইডব্লিউ), নারায়ণগঞ্জ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এস এম মনিরুজ্জামান, (সি), ওএসপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন গত ২৯ আগস্ট ২০২১ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জের সাথে চলমান চুক্তিসমূহ এবং জাহাজ হস্তান্তরের কর্মপ্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরে মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম, বিজিবিএম (বার), এনডিসি, পিএসসি এর সাথে মহাপরিচালক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাক্ষাতে তার পারস্পরিক মত বিনিময় করেন এবং উপকূলীয় সীমান্ত রক্ষায় বিজিবি এবং কোস্ট গার্ডের মধ্যে আরও সম্পর্কোন্নোয়নে আলোচনা করেন।

গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদুত জনাব এইচ ই মোস্তফা ওসমান তুরান কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে দুই দেশের কোস্ট গার্ড এর বন্ধুতপূর্ণ সম্পর্ক, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আয়োজন, দ্বিপক্ষীয় সফরসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময় করেন। সাক্ষাৎ শেষে মহাপরিচালক রাষ্ট্রদুতকে কোস্ট গার্ডের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা উপহার এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক দায়িত্বভার গ্রহণ পরবর্তীতে ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও ইটালির সামরিক উপদেষ্টা এবং জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত কার্যালয় (UNODC) এর প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পারস্পরিক সৌহার্দতা এবং উল্লিখিত দেশসমূহের বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

বিজয় দিবস প্যারেডে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

'মহান বিজয় দিবস প্যারেড-২০২১' এ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ১৭৬ জনের একটি কন্টিনজেন্ট অংশগ্রহণ করেছে। কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার এম জুবায়ের শাহীন, (এনডি), পিএসসি, বিএন। সুন্দর ও সুশৃঙ্খল মার্চপাস্টের মাধ্যমে বাহিনীর শৃঙ্খলতার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা। ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেডে গ্রাউন্ডে বিজয় দিবস প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেডে গ্রাউন্ডে 'মহান বিজয় দিবস প্যারেড-২০২১' এ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের একটি কন্টিনজেন্ট অংশগ্রহণ করে

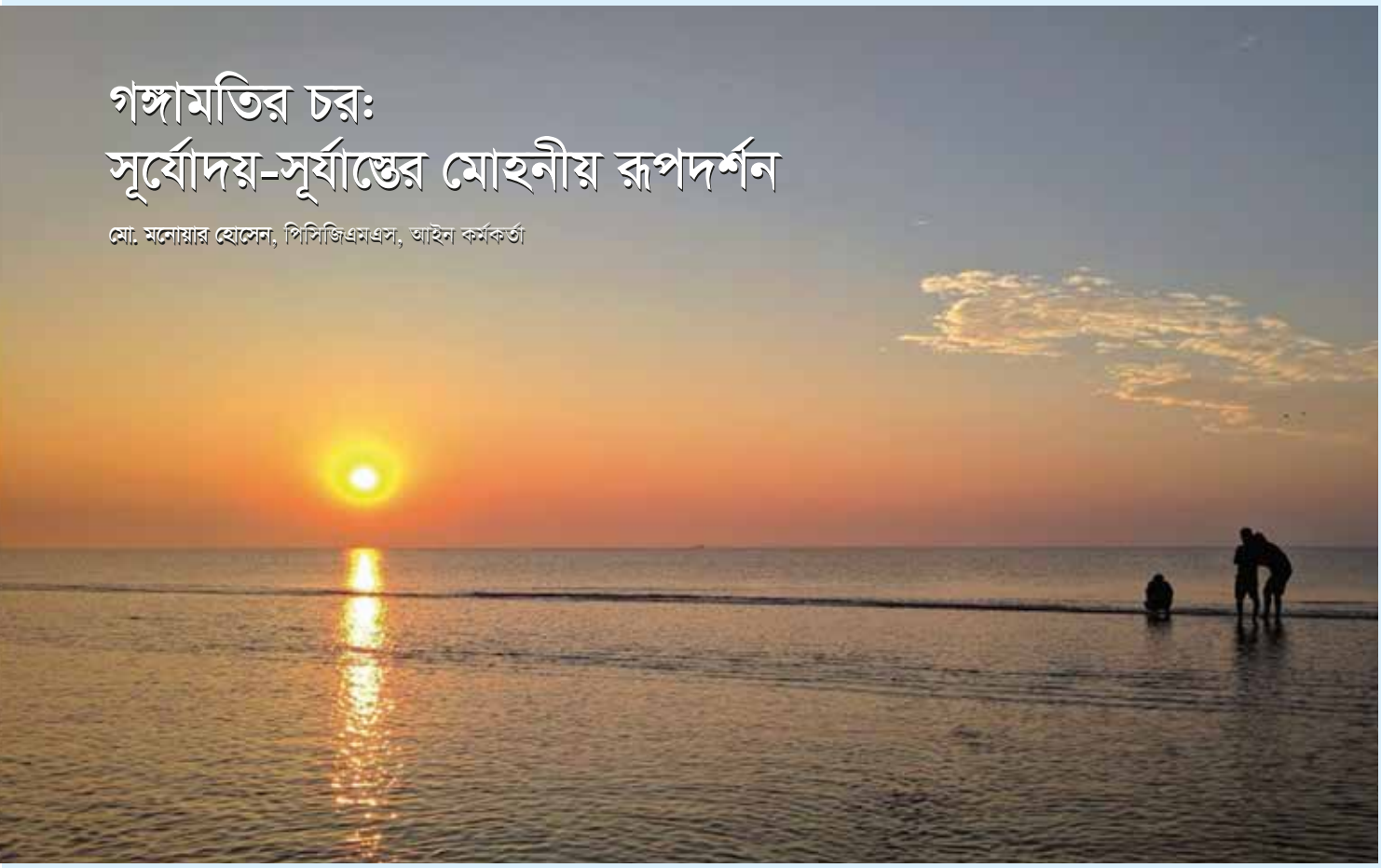

গঙ্গামতির চর: সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মোহনীয় রূপদর্শন

মো. মনোয়ার হোসেন, পিসিজিএমএস, আইন কর্মকর্তা

গঙ্গামতির চর। সাগরকন্যা কুয়াকাটাসংলগ্ন একটি সৈকত। বনভূমির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে ঘেরা লীলাভূমি। একই স্থানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখা যায় সেখান থেকে। এ দৃশ্য উপভোগের জন্য প্রতিদিনই দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড় জমে সেখানে। গঙ্গামতির চর এখন পর্যটকদের কাছে অন্যতম ভ্রমণ স্পট।

পটুয়াখালী জেলার সমুদ্রতীরবর্তী কলাপাড়া উপজেলার ধুলাসার ইউনিয়নের গঙ্গামতি এলাকায় এই সৈকতের অবস্থান। আরও স্পষ্ট করে বললে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে সমুদ্রের কোলঘেঁষে সৈকতটি অবস্থিত।

২ হাজার একরের বেশি খাসজমি নিয়ে বিশাল সমুদ্র বেলাভূমি গঙ্গামতির চর। সেখানে রয়েছে বন বিভাগের ১ হাজার ১০০ একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

গঙ্গামতির চরসংলগ্ন মিশ্রিপাড়ায় রয়েছে শতবছরের পুরনো সুউচ্চ বৌদ্ধবিহার। এর কাছাকাছি রয়েছে রাখাইনদের বৌলতলীপাড়া। এই পাড়ার স্থানীয় মানুষদের মুখে মুখে কিছু লোককথা শোনা যায়, যার মধ্যে অলৌকিক কিছু ঘটনার বর্ণনাও রয়েছে।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও ঝাউবন

গঙ্গামতির সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও ঝাউবন হলো চিরহরিৎ বন। সুন্দরবনের মতো এই সংরক্ষিত বনও শ্বাসমূলীয় লোনাপানির বনাঞ্চল। সুন্দরবন যেমন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি থেকে উপকূলীয় জনপদকে রক্ষা করে, তেমনই গঙ্গামতির বনাঞ্চলও সামুদ্রিক দুর্যোগ ও উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রাকৃতিক দেয়াল হিসেবে কাজ করে। অবশ্য নির্বিচারে গাছ কাটার অপতৎপরতা থেকে রেহাই পায়নি এই বনাঞ্চলও।

গঙ্গামতির বনে পৌঁছানোর সেরা উপায় হলো সমুদ্রসৈকত ধরে হেঁটে অথবা মোটরবাইকে করে যাওয়া। সাগরের বেলাভূমি ধরে হাঁটতে হাঁটতে সাগরে মাছ ধরার ট্রলারের সারি দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গামতি বনের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হলো একটি লেকের সঙ্গে সংযুক্ত অসংখ্য খাল, যেগুলো জালের মতো পুরো বনে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বনে গোধূলি লগ্নে গেলে অপরূপ এক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। পড়ন্ত বেলায় শ্বাসমূলগুলোর ছায়া মোহনীয় এক দৃশ্যের অবতারণা করে।

কেওড়া, ছইলা, গেওয়া, বাইনসহ কয়েকশ প্রজাতির গাছ রয়েছে এ বনাঞ্চলে। গাছে গাছে পাখির কলরবে মুখর থাকে বন। সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত লেক ও খালে প্রবেশ করা জোয়ারের পানি বনের গাছগুলোর শ্বাসমূল ভিজিয়ে দেয়। ভাটার স্রোতের টানে বনের শুকনা পাতা ও গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলগুলো পাড়ি জমায় অজানা ঠিকানায়। ফলে ভাটার সময় লেকটি আরও সুন্দর লাগে।

কেন যাবেন?

গঙ্গামতি নিঃসন্দেহে সুন্দর একটি নাম। বিশেষ করে সাহিত্যপ্রেমী ও ভ্রমণপিপাসুদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে এ নামটি। আর এ সুন্দর নামকে আরও সুন্দর করেছে এখানকার অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য। প্রকৃতি নিপুণ হাতে নিখুঁতভাবে সাজিয়েছে এ চরটি। বিশাল আয়াতনের সবুজ বেষ্টনীর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত লেকটিকে বলা যায় গঙ্গামতির অলংকার। লেকের জোয়ার-ভাটায় চলা মাছ ধরার ট্রলারগুলো ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের কাছে যেন প্রমোদতরী। ট্রলারে না উঠেও তীরে বসে ঢেউয়ের সঙ্গে মনে-প্রাণে দোল খান পর্যটকরা।

গঙ্গামতির চরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য যেকোনো পর্যটককেই আকৃষ্ট করবে। এখানে রয়েছে স্বচ্ছ নীল জলরাশির একাধিক লেক আর প্রাকৃতিক কারুকার্য

খচিত বিশাল বেলাভূমি। গঙ্গামতি চরের লেকগুলো ধরে স্পিডবোট, ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে ঘুরে দেখার সুযোগ রয়েছে পর্যটকদের।

খুব সকালে গঙ্গামতি সৈকতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুক চিরে সূর্যোদয় দেখার অনুভূতি এনে দেয় এক স্বর্গীয় আবেশ। এ সময় সূর্য লাল আলো ছড়িয়ে দেয় গঙ্গামতির বেলাভূমিতে। সৈকতজুড়ে লাল কাঁকড়ার ছোটাছুটি উচ্ছ্বল করে তোলে পর্যটকদের। ছোট ছোট কাঁকড়ার পদচিহ্ন হয়ে ওঠে নিখুঁত আলপনা। এর সঙ্গে গাছে গাছে বানরের লাফালাফি, শিয়ালের ডাকাডাকি আর লুকোচুরি, বনমোরগের দুরন্তপনা গঙ্গামতির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়।

রয়েছে সম্ভাবনা

বাংলাদেশের প্রচলিত পর্যটনকেন্দ্রগুলোর বাইরে আরও কিছু স্পট তৈরি হচ্ছে, যেগুলো দেশের পর্যটনশিল্পের প্রসারে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। চরগঙ্গামতি এমনই একটি স্থান। এর সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। গঙ্গামতি থেকে কাউয়ারচর পর্যন্ত রয়েছে বিশাল বেলাভূমি। উপকূলীয় এ অঞ্চলে সাগর ভাঙন বা বালু ক্ষয়ের আশঙ্কা খুবই কম। ক্রমেই এই এলাকার মানচিত্র বড় হচ্ছে। ফলে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকত ও সবুজ বেষ্টনীঘেরা গঙ্গামতির রয়েছে অফুরন্ত পর্যটন সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এরই মধ্যে কিছু সংখ্যক হাউজিং কোম্পানি সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জমি কিনেছে।

স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে গঙ্গামতির পর্যটন। কুয়াকাটা থেকে সেখানে যেতে অনেকেই ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলকে বেছে নেন। এতে করে স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। অনেকে গঙ্গামতিতে গিয়ে ট্রলার অথবা স্পিডবোট ভাড়া করে ঘোরাঘুরি করেন। এটিও স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত চরগঙ্গামতিতে বিশাল আয়তনের শ্বাসমূলীয় লোনাপানির বনাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত লেক এই স্থানটিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে

সতর্কতা

যেকোনো পর্যটন স্পটে গেলেই পর্যটকদের কিছু সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করতে হয়। চরগঙ্গামতি ভ্রমণে আসা পর্যটকদেরও সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। যেহেতু সেখানে একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল রয়েছে, সেহেতু এর কোনো ক্ষতি হয়, এমন কোনো কাজ করা যাবে না। সৈকতে বিচরণকারী লাল কাঁকড়ার ঝাঁকের সুরক্ষার বিষয়টিতেও নজর দিতে হবে পর্যটকদের। মোটকথা, গঙ্গামতির চর প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজই করা যাবে না।

এ তো গেল প্রকৃতি সুরক্ষার বিষয়। পাশাপাশি গঙ্গামতিতে যেতে ইচ্ছুক পর্যটকদের নিজেদের জন্যও কিছু পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া দরকার। গঙ্গামতির বন ও লেক দেখতে গেলে পর্যাপ্ত পানি ও শুকনা খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। কারণ সেখানে গেলে সহজে ফিরে আসতে মন চাইবে না। দীর্ঘক্ষণ কাটানোর জন্য খাবার-পানির ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। তবে কোনোভাবেই প্লাস্টিকের বোতল, প্যাকেট বা এ জাতীয় বর্জ্য সেখানে ফেলে আসা যাবে না।

কীভাবে যাবেন?

গঙ্গামতির চরে কুয়াকাটা হয়ে যাওয়াটাই বেশি সুবিধাজনক। ঢাকার সায়েদাবাদ ও গাবতলী থেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় একাধিক বাস ছাড়ে কুয়াকাটার উদ্দেশে। যারা লঞ্চ ভ্রমণ করতে চান, তারা বরগুনার আমতলী রুটের লঞ্চে যেতে পারবেন। ঢাকার সদরঘাট থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছেড়ে যাওয়া এসব লঞ্চ আমতলী পৌঁছায় ভোরের দিকে। এছাড়া ঢাকা থেকে লঞ্চে করে প্রথমে বরিশাল ও সেখান থেকে স্থলপথেও কুয়াকাটা যাওয়া যায়।

এছাড়া কলাপাড়া উপজেলা শহর থেকে বালিয়াতলী হয়ে কুয়াকাটা-কলাপাড়া বিকল্প সড়কেও গঙ্গামতিতে যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে একটি নদীতে ফেরি পার হওয়া লাগবে। উত্তরবঙ্গ থেকে বরিশাল ও খুলনা হয়ে কুয়াকাটা যাওয়া যায়।

গঙ্গামতির চরে এখনো থাকার ভালো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তবে কুয়াকাটায় থাকার মতো শতাধিক আবাসিক হোটেল রয়েছে। এসব হোটেলে ৫০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা ভাড়ায় রুম পাওয়া যাবে।

জীববৈচিত্র্যে ভরপুর গঙ্গামতির সৈকতে দেখা মিলবে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল কাঁকড়ার

- **মো. মনোয়ার হোসেন**, পিসিজিএমএস, আইন কর্মকর্তা

মিরিসার দিনগুলো

লেঃ শামস্ সাদেকীন নির্নয়, (এক্স), বিএন

দালান-কোঠায় ঠাসা শহরের কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনে মনের আনন্দ ও আত্মার তৃপ্তি মেটানোর বড় খোরাক হয়ে দাঁড়াতে পারে কিছুদিনের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশে প্রকৃতির সন্নিকটে যেতে পারা। আর সামরিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যদি দেশ-বিদেশের কোনো অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে কিছু সময় কাটিয়ে আসা যায়, তাহলে মনের তৃপ্তির পাশাপাশি শত্রু মোকাবিলার কৌশলগুলো আয়ত্ত করাও সহজতর হয়।

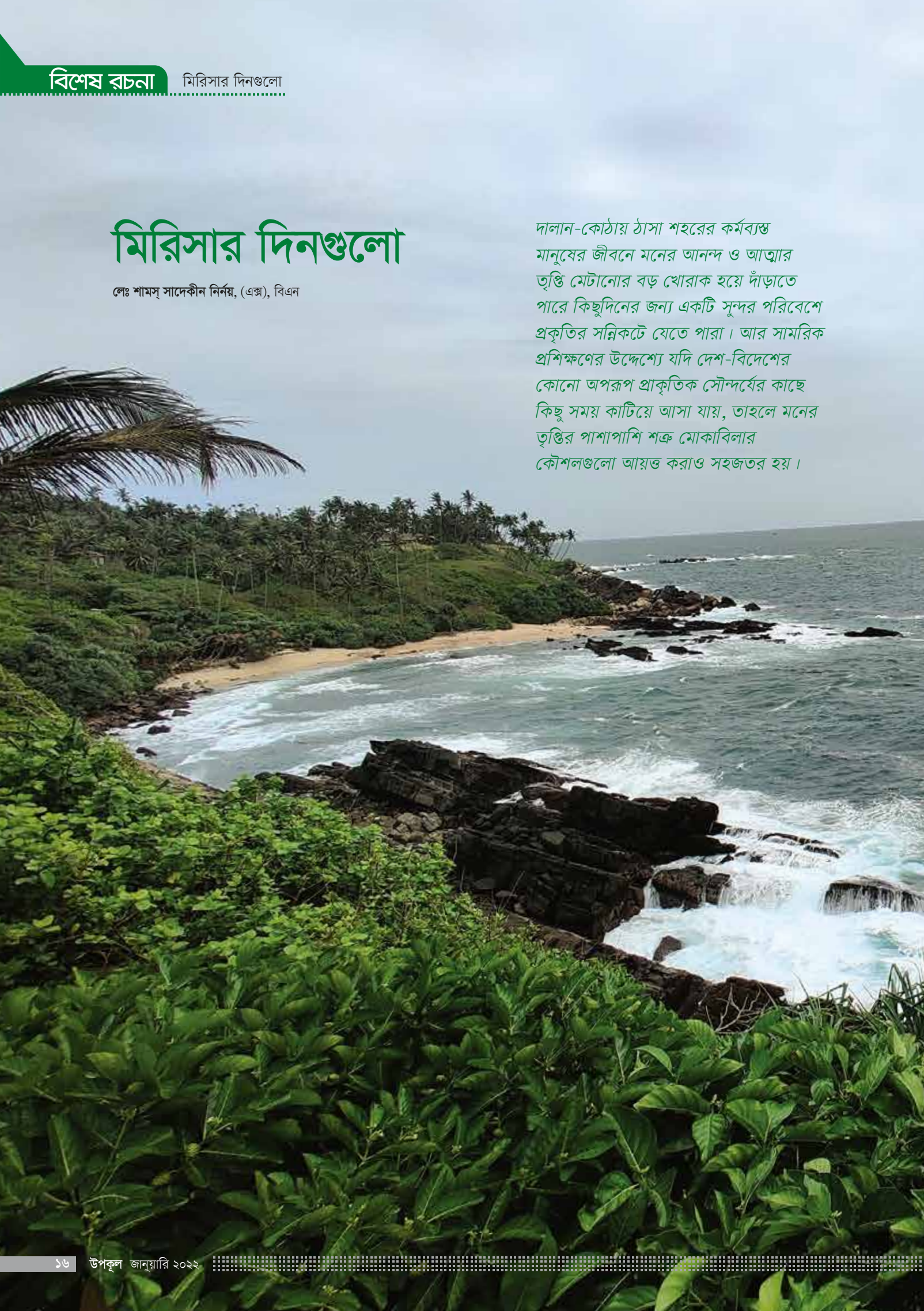

বাংলাদেশের বিশাল জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এই বাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে আমরা আটজন কর্মকর্তা সুযোগ পাই বিশাল সমুদ্রেঘেরা শ্রীলংকায় ১২ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণের। এই প্রশিক্ষণ শুধু আমাদের সামরিক ও পেশাগত জ্ঞানকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং জোগান দিয়েছে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার, যা আমাদের চিন্তাধারার বিকাশ ও দূরদর্শিতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের এই ছোট্ট প্রশিক্ষণ ও মনোমুগ্ধকর সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু স্মৃতি এই লেখায় তুলে ধরা হলো।

ইউএনওডিসির প্রশিক্ষণ ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইমের (ইউএনওডিসি) আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে সামরিক বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীলংকার মিরিসায় ইউএনওডিসির আয়োজনে ও শ্রীলংকান কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে ভিজিট, বোর্ড, সার্চ অ্যান্ড সিজার (ভিবিএসএস) ও কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড নিউক্লিয়ার (সিবিআরএন) আসপেক্টসের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশে কোস্ট গার্ড থেকে প্রশিক্ষণার্থী মনোনীত করা হয়। মূলত বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলসীমা, মাদকদ্রব্য পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, জলদস্যুতা, অবৈধ কার্গো, বিপজ্জনক ও অবৈধ রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভিবিএসএস ও সিবিআরএন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তীতে আটজন কর্মকর্তাকে মনোনয়নের সুবাদের মাধ্যমে আমিও সুযোগ পেয়ে যাই এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের। ২০২১ সালের ১১-২২ অক্টোবর ছিল আমাদের প্রশিক্ষণের সময়সীমা।

শাহজালাল থেকে হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

এর আগে শুভেচ্ছা সফরে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভারতের বিশাখাপত্নমে গেলেও বিমানযোগে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ আমার জন্য ছিল একেবারেই প্রথম। তাই হয়তো শুরুতে একটু বেশিই উত্তেজনা কাজ করছিল মনে। আনন্দ একটু বেড়ে গেল যখন জানতে পারলাম, আমরা ঢাকা থেকে সরাসরি কলম্বো না যেয়ে পথিমধ্যে ট্রানজিটের জন্য কাতারের দোহায় কিছু সময় অবস্থান করব। ইউএনওডিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ট্রানজিটসহকারে বিমানের টিকিট ক্রয় করার জন্য মনে মনে আমরা সবাই খুশি হই। অন্ততপক্ষে অন্য একটি দেশের সংস্কৃতি, খাবার-দাবার সম্পর্কে একটু হলেও আভাস পাওয়া যাবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও থাকতে পারত।

আমরা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করি ১০ অক্টোবর আনুমানিক রাত ৩টায়। কাতারের রাজধানী দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই ৪ ঘণ্টা পর। প্রায় ১২ ঘণ্টা ট্রানজিট সময় আমরা বিমানবন্দরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াই। বিশাল এই বিমানবন্দরে কাটানো ১২ ঘণ্টা যেন অনেক দ্রুত কেটে গিয়েছিল। দারুণ একটি সময় কাটিয়ে আমরা আরোহণ করি পরবর্তী বিমানে। গন্তব্য এবার শ্রীলংকার বাণিজ্যিক রাজধানী কলম্বো।

কলম্বোর পথে যাত্রা

হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়ে আমরা ১১ অক্টোবর শ্রীলংকার স্থানীয় সময় রাত ২টা ৩৫ মিনিটে বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করি। দীর্ঘ বিমানভ্রমণ শেষে আমরা শ্রীলংকা পৌঁছে গেলেও যাত্রা তখনো শেষ হয়নি। কলম্বো থেকে মিরিসা যেতে আরও চার ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে ইউএনওডিসির একজন সদস্য একটি সাদা কোস্টারসহ এসেছিলেন। বিমানবন্দরে নেমেই বুঝতে পারলাম কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে দেশটি কতটা সতর্ক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সব সদস্য পিপিই পরিধান করে আছেন। আমরা বিমানবন্দরে নেমে স্থানীয় মোবাইল অপারেটরের সিম ক্রয় করি ও শ্রীলংকান রুপিতে আমাদের মুদ্রা পরিবর্তন করি। অবশেষে কলম্বো থেকে আমরা রওনা হই আমাদের প্রশিক্ষণ স্থান সমুদ্রের তীরঘেঁষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টিত নগরী মিরিসার উদ্দেশে।

অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত মিরিসা

১১ অক্টোবর সকাল সাতটার দিকে আমরা মিরিসার ওয়ালিগামা রিসোর্টে পৌঁছাই। কোস্টারে আসার সময় আমরা সবাই খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে চোখ খুললে প্রশস্ত, পরিষ্কার ও সাজানো-গোছানো সড়ক ও দালান-কোঠা নজরে আসে। মিরিসায় প্রবেশ করামাত্র যেন আমরা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কোলে চলে এলাম। সমুদ্রের পাশে পাহাড়ের ওপর নির্মিত ওয়ালিগামা রিসোর্ট থেকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দার্য উপভোগ করা যায়, তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কয়েকটি ছোট ছোট কটেজ নিয়ে গঠিত রিসোর্টটি মূলত শ্রীলংকান নৌবাহিনীর সদস্যদের জন্য নির্মিত। সমুদ্রের পাশে পাহাড়ের ওপর এর চেয়ে সুন্দর পরিবেশে কোনো রিসোর্ট শ্রীলংকায় আর কোথাও রয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন জেগে ওঠে আমাদের মনে। কোস্টার থেকে নামামাত্রই রিসোর্টের কর্মীরা আমাদের লাগেজগুলোকে নির্ধারিত কটেজে নিয়ে যান, আর আমরা মনোমুগ্ধ হয়ে সকালবেলার সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকি। আমাদের দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হয় এবং দুপুরের খাবারের পর প্রশিক্ষণ আরম্ভ হবে বলে জানানো হয়। অগত্যা আমরা কটেজে ফিরে যাই। প্রতি দুজন কর্মকর্তার জন্য একটি করে কটেজ দেওয়া হয়। আমরা ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি এবং দুপুরের খাবার শেষে প্রশিক্ষণের উদ্দেশে ক্লাসরুমে পৌঁছাই।

প্রশিক্ষণের দিনগুলো

অবশেষে ১১ তারিখ বেলা ২টা থেকে আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। আমাদের চিফ ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন সাবেক ব্রিটিশ মেরিন কমান্ডো সদস্য ক্রেগ যিনি বর্তমানে ইউএনওডিসি শ্রীলংকায় প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত। মালদ্বীপ থেকে আসা লেফটেন্যান্ট হাবিব ও পাকিস্তান থেকে আসা সিবিআরএন-এর প্রশিক্ষক উমার। প্রথম দিন আমাদের কোর্স সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় ও বিভিন্ন কোর্স ম্যাটেরিয়াল প্রদান করা হয়। আমাদের সাথে শ্রীলংকান কোস্ট গার্ডের দুজন কর্মকর্তা ও ১০ জন নাবিক অংশগ্রহণ করেন। আমাদের ও শ্রীলংকান সদস্যদের দুটি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী ১২ দিন আমরা দুটি দল হিসেবেই আমাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যে অংশগ্রহণ করি। প্রতিদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসাপেক্ষে কখনো কখনো বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলত ।

ভিবিএসএস প্রশিক্ষণ

ভিবিএসএস প্রশিক্ষণগুলো ছিল অনেকাংশেই ব্যবহারিক। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি দল হিসেবে আমরা কীভাবে সফলতা অর্জন করতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বোর্ডিং টিমের ফরমেশন, ভেসেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, নিজস্ব গিয়ারসমূহ পরিধান করা, প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ, হ্যান্ড-টু-হ্যান্ড কম্ব্যাট, ল্যাডার ক্লাইম্বিং ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সাধারণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিদিনই আমরা ক্লাসরুমের বাইরে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতাম। কখনো প্রখর রোদ, আবার কখনো বৃষ্টিভেজা মুহূর্তেও চলত নিয়মিত প্রশিক্ষণ। একটি দল হিসেবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা আসলেই অনেক আনন্দের ছিল। প্রথম সপ্তাহ শেষে আমরা হোয়েল ওয়াচিং বোটে আরোহণ করে সমুদ্রে গিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতাম। আমাদের প্রশিক্ষকগণ ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ও সাহায্যকারী। তারা প্রতিটি বিষয় হাতে-কলমে শেখানোর চেষ্টা করতেন।

সিবিআরএন প্রশিক্ষণ

সিবিআরএন প্রশিক্ষণ ছিল ভিবিএসএস প্রশিক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন রাসায়নিক, জৈবিক, নিউক্লিয়ার পদার্থ ও অস্ত্রসংবলিত কোনো ভেসেলে বোর্ডিং অপারেশন সম্পন্ন করতে গেলে কোন কোন বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন, মূলত এই প্রশিক্ষণে আমাদের সেসব শেখানো হয়। প্রশিক্ষক

পাকিস্তানের উমার আমাদের যথেষ্ট আগ্রহের সাথে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সিবিআরএন প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ইকুইপমেন্ট ও পোশাক না থাকায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

গল ফোর্ট ও মিরিসা শহর ভ্রমণ

কোভিড-১৯ সতর্কতার কারণে আমাদের রিসোর্টের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। আমাদের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর স্যারকে অনুরোধ করার পর তিনি আমাদের এক রোববার বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা সবাই মনের আনন্দে তৈরি হয়ে কোস্টারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। আনুমানিক সকাল ৯টা নাগাদ আমরা মিরিসা হয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাই। প্রথম গন্তব্য ছিল গলের ডাচ্ ফোর্ট। প্রকৃতপক্ষে ১৫৮৮ সালে পর্তুগিজরা এটি নির্মাণ করে। তবে ১৬৪৯ সালের পর ডাচ্রা এই ফোর্টের ব্যাপক সংস্কার সাধন করে। ৪০০ বছরের বেশি সময় পরও গল ফোর্ট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিরিসার বুকে।

ফোর্টে ঢুকতেই মনে হলো আমরা টাইম ট্রাভেল করে সেই ডাচ্দের আমলে চলে গিয়েছি। সেই বড় বড় কামান, লাইটহাউস, প্রাচীরঘেরা দুর্গ আজও অক্ষত। ফোর্টের ভেতরে বেশকিছু সরকারি অফিস, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ও দোকানপাট চোখে পড়ল। কিন্তু কোনোটাই ফোর্টের সৌন্দর্য নষ্ট করে নির্মাণ করা হয়নি। এ যেন অতীত ও বর্তমানের এক বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশের একটি চাক্ষুষ প্রমাণ। আমরা সবাই গল ফোর্টে অনেক ছবি তুলি ও স্থানীয় খাবার গ্রহণ করি।

গল ফোর্টের পরে আমরা বের হয়ে পড়ি মিরিসা শহর ভ্রমণে। সমুদ্রের পাশে মনোরম পরিবেশে পরিকল্পিত একটি শহর। প্রশস্ত রাস্তা, নেই কোনো সুউচ্চ দালান-কোঠা, নেই ট্রফিক জ্যাম। আমরা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। কেউ কেউ চা পাতা, মণি-মুক্তার পাথর কেনাকাটা করে। আমরা দেখতে যাই গল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এখানে আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বেশ কয়েকবার খেলতে এসেছে। মিরিসা শহরের সৌন্দর্য লিখিত বিবরণে ফুটিয়ে তোলা আসলেই অনেক কষ্টসাধ্য। মিরিসার সৌন্দর্য আমাদের মনকে করেছে মুগ্ধ, দিয়েছে অনাবিল আনন্দ।

শ্রীলংকায় খাওয়া-দাওয়া

মিরিসা যাওয়ার আগে থেকেই আমরা শ্রীলংকার খাবার নিয়ে উৎসুক ছিলাম। মিরিসা যাওয়ার পরে দেখতে পাই তাদের খাবারের সাথে আমাদের খাবারের বেশ খানিকটা মিল থাকলেও রান্নার পদ্ধতিতে রয়েছে বেশ পার্থক্য। নারিকেলের দুধ ও অতিরিক্ত মসলা ব্যবহার করায় খাবারের স্বাধ ছিল অন্যরকম। প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হলেও শেষের দিকে মোটামুটি মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। সমুদ্রের পাশে অবস্থিত হওয়ায় বেশকিছু সামুদ্রিক মাছ তাদের প্রতিদিনের খাবার মেনুতে থাকত। এছাড়া চায়ের জন্য প্রসিদ্ধ শ্রীলংকায় আমরা বিভিন্ন স্বাদের চা পান করি।

প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

অবশেষে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে ২২ অক্টোবর আমাদের সনদ প্রদান করা হয়। এই অল্প কয়েক দিনের মাঝেই আমাদের সাথে শ্রীলংকান সদস্যদের অনেক ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রশিক্ষকরাও আমাদের বিদায় দেওয়ার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিল। সময়স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের বিস্তৃত পরিসরে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব না হলেও আমাদের সব বিষয়েই ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রশিক্ষকরা। হয়তো তাদের সাথে আর কখনো দেখা হবে না, কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণার্থীরা আজীবন মনের গভীরে এই অভিজ্ঞতা লালন করব।

বিদায়বেলায় দেশের পথে

অবশেষে ২৩ অক্টোবর দুপুরের পরে আমরা মিরিসা হতে কলম্বোর বন্দরনায়েক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেই। মিরিসার সৌন্দার্য ছেড়ে আসতে আসলেই সবার খারাপ লেগেছিল। তবে আমরা সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া পেশাগত জ্ঞান, শ্রীলংকায় থাকার অভিজ্ঞতা, একটি নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার আনন্দ ও প্রকৃতির সন্নিকটে কাটানো প্রিয় কিছু মুহূর্তের স্মৃতি। আমরা সবাই মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃপক্ষকে আমাদের এই অভূতপূর্ব সুযোগ প্রদানের জন্য। ভবিষ্যতে আবারো সুযোগ পেলে ভ্রমণ করে যাব অপরূপ সৌন্দার্যের এই মিরিসা নগরীতে।

কঠিন প্রশিক্ষণ, সহজ যুদ্ধ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের জন্য দেশ-বিদেশে আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মরত সদস্যদের উত্তরোত্তর পেশাগত উন্নতি সাধন হচ্ছে। অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রশিক্ষণের ধারা বজায় রাখলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা উপকৃত হবেন। কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিশাল জলসীমা ও উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রদানে অধিক সক্ষমতা অর্জন করবে ও দেশমাতৃকার শান্তি রক্ষায় নিরালস কাজ করে যাবে–এটাই আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের গর্বিত সদস্যদের প্রত্যাশা।

- লেঃ শামস্ সাদেকীন নির্নয়
(এক্স), বিএন

ইন্দো-প্যাসিফিকের ২১ দেশের অনুশীলন সিক্যাট সম্পন্ন

২০তম বার্ষিক সাউথইস্ট এশিয়া কো-অপারেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (সিক্যাট) এক্সারসাইজ সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারদের নিয়ে আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী এই অনুশীলনে সমুদ্রে অভিন্ন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলো নিরূপণ ও সেগুলোর সমাধানের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

সিক্যাটে ২১টি অংশীদার দেশের পাশাপাশি বিভিন্ন ইন্টারএজেন্সি ও আন্তর্জাতিক এনজিও অংশগ্রহণ করেছে। এই ২১টি দেশ হলো–বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনাম।

কিউবান অভিবাসনপ্রত্যাশীদের উদ্ধার করে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন কোস্ট গার্ড

ফ্লোরিডার কি ওয়েস্ট উপকূলে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় ৩৫ জন কিউবান অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন কোস্ট গার্ড। কয়েকটি ছোট ছোট নৌকায় করে এসব অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিল। নিয়মিত টহলের সময় কোস্ট গার্ডের হেলিকপ্টারগুলো তাদের দেখতে পেয়ে সেক্টর কি ওয়েস্ট ঘাঁটিতে রিপোর্ট করে এবং তাদের কোস্ট গার্ডের কাটার রেমন্ড ইভানসে তুলে নেওয়া হয়। পরে তাদের কিউবায় ফেরত পাঠানো হয়।

এই ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক আগে একইভাবে ২২ জন কিউবান অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে ফেরত পাঠায় মার্কিন কোস্ট গার্ডের কাটার আইজ্যাক মেয়োস।

জার্মানির পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা বাজেট অনুমোদিত

২০২২ অর্থবছরের জন্য প্রায় ৫ হাজার ৩০ কোটি ইউরোর প্রতিরক্ষা বাজেটের অনুমোদন দিয়েছে জার্মানির পার্লামেন্ট। প্রাথমিকভাবে ধারণাকৃতর চেয়ে তা প্রায় ৩৫০ কোটি ইউরো বেশি। ঐতিহাসিক এই বাজেট অনুমোদনের ফলে দেশটির নৌবাহিনী কর্তৃক বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হলো।

অবশ্য এই অনুমোদন হলো প্রাথমিক অনুমোদন। পার্লামেন্টের বাজেট কমিটি অনুমোদন দেওয়ার পর তা চূড়ান্ত অনুমোদন হবে। জার্মানিতে ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরোর বেশি যেকোনো অংকের উন্নয়ন ও প্রকিউরমেন্ট বাজেট অবশ্যই পার্লামেন্টের বাজেট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

উষ্ণায়ন প্রতিরোধ
জাতিসংঘের কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হলো সামুদ্রিক জলবায়ু

স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে সম্প্রতি হয়ে গেল জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক সম্মেলন (কপ২৬)। সম্মেলন শেষের চুক্তিতে সামুদ্রিক জলবায়ুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সামুদ্রিক পরিবেশবাদীরা বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন এবং একে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তারা একই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হলে এই অগ্রগতি কোনো কাজেই আসবে না।

কপ২৬ সম্মেলন শেষে গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্ট গ্রহণ করা হয়, যেখানে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে সাগরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে সামুদ্রিক জলবায়ুও এই ফ্রেমওয়ার্কের জন্য বিবেচিত হবে। এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সব কর্মী-বাহিনী ও অংশীজন সংস্থাকে সামুদ্রিক জলবায়ুর সমন্বিত ও টেকসই সুরক্ষায় অবদান রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্টের প্রারম্ভিকে বলা হয়েছে, 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থানের সব অনুষঙ্গ যেমন বনভূমি, সমুদ্র, বরফমণ্ডল ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় এবং জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।' চুক্তিতে সাগরকেন্দ্রিক পদক্ষেপকে আরও জোরালো করার জন্য বার্ষিক সংলাপ আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছরের মে-জুন মাসে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এই সংলাপের ফলাফল বছর শেষের জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে।

এবারের জলবায়ু সম্মেলনে 'বিকজ দ্য ওশান' ডিক্লারেশনের তৃতীয় কিস্তিতে ২০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এই ডিক্লারেশনের মূল প্রতিপাদ্য হলো প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে সাগর, জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে সংযোগ আরও সমুন্নত করা।

সম্মেলনে জানানো হয়েছে, সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের সুরক্ষায় গ্লোবাল ফান্ডস ফর কোরাল রিফসের জন্য ১৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান ওশানের দেশগুলো সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষায় গ্রেট ব্লু ওয়াল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সামুদ্রিক জলবায়ুর সুরক্ষায় ২০২২ সালে সার্বভৌম বন্ড ইস্যুর ঘোষণা দিয়েছে ফিজি। এমন আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়েছে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো।

তবে সমুদ্র সুরক্ষার আন্দোলনকারীদের অনেকে বলছেন, বনভূমি সংরক্ষণে যে পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ করা হচ্ছে, সে তুলনায় সমুদ্র তহবিলের আকার অনেকটাই কম। তারা সামুদ্রিক জলবায়ু সুরক্ষায় আরও বেশি আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন। পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

এখনো জলদস্যুতার ঝুঁকিমুক্ত নয় সিঙ্গাপুর প্রণালি: রিক্যাপ

সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনকারী জাহাজগুলোর মালিক ও ক্রুদের কাছে আতঙ্কের নাম জলদস্যুতা। তবে আশার কথা হলো, ২০২১ সালে বিশ্বজুড়ে এ ধরনের ঘটনা সার্বিকভাবে অনেকখানি কমেছে। তবে সিঙ্গাপুর প্রণালিতে এখনো জলদস্যুদের আক্রমণের ঝুঁকি রয়ে গেছে। রিক্যাপ ইনফরমেশন শেয়ারিং সেন্টারের সাম্প্রতিক এক সতর্কবার্তায় এমনটি জানানো হয়েছে।

সিঙ্গাপুর প্রণালিতে জলদস্যুতার যেসব ঘটনা ঘটে, কিছু ক্ষেত্রে তা সহিংস ও প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। এমনিতে সেখানে যন্ত্রাংশ ও ছোটখাটো সরঞ্জাম চুরি হতে বেশি দেখা যায়। তবে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনায় সশস্ত্র হামলা ও একজন ক্রুর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

রিক্যাপের পক্ষ থেকে সিঙ্গাপুর প্রণালিতে চলাচলের সময় জাহাজগুলোকে সঙ্গে গার্ড রাখতে বলেছে। এছাড়া সেখানে কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নজরদারি আরও বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে তারা।

২০২১ সালে এশিয়ায় সবচেয়ে বিপজ্জনক বাণিজ্যিক রুট ছিল সিঙ্গাপুর প্রণালি। গত বছর সেখানে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৪১টি, ২০২০ সালে যার সংখ্যা ছিল ৩৪।

রিক্যাপের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ সালে এশিয়ায় মোট ৮২টি ঘটনায় বাণিজ্যিক জাহাজকে সশস্ত্র ডাকাতদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর মধ্যে ৭৭টি ঘটনায় দুষ্কৃতিকারীরা সফল ছিল। পাঁচটি ঘটনায় তারা চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে এশিয়ায় ডাকাতির ঘটনা কমেছে ১৫ শতাংশ।

সিঙ্গাপুর প্রণালি ছাড়াও এশিয়ায় ম্যানিলা অ্যাংকরেজ, সুলু-সেলেবস সাগর ও ইস্টার্ন সাবাহ অঞ্চলের জলসীমায় জলদস্যুতার ঝুঁকি রয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রিক্যাপ।

আরও পাঁচটি এমএইচ-৬০টি হাল কিনবে মার্কিন কোস্ট গার্ড

মার্কিন কোস্ট গার্ডের বহরে বর্তমানে মোট ৪৫টি এমএইচ-৬০টি হেলিকপ্টার রয়েছে। এই হেলিকপ্টারগুলোর সার্ভিস লাইফ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এগুলোর হাল কিনে রাখছে বাহিনীটি। এরই ধারাবাহিকতায় সিকোরস্কি এয়ারক্রাফট করপোরেশনের কাছ থেকে নতুন পাঁচটি হাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

এ নিয়ে এমএইচ-৬০টির মোট ৩০টি হাল ক্রয়ের বিষয়ে সিকোরস্কির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো মার্কিন কোস্ট গার্ড। এর আগে ২০ কোটি ৭০ লাখ ডলারে ২৫টি হালের কার্যাদেশ দিয়েছিল তারা। নতুন পাঁচটি হালের কার্যাদেশের মূল্য ধরা হয়েছে ৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

এই ৩০টি হালের প্রথমটি ২০২৩ সালের শুরুতে সরবরাহের কথা রয়েছে। বাকিগুলোর সরবরাহও আগামী বছরের শেষের দিকে শুরু হবে। তখন থেকে প্রতি মাসে একটি করে হাল সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সিকোরস্কির।

জলদস্যুতার ঝুঁকি কমছে ভারত মহাসাগরে

একসময় ভারত মহাসাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য মূর্তিমান আতঙ্কের নাম ছিল সোমালি জলদস্যুরা। এখনো তাদের অপতৎপরতা রয়েছে। তবে তাদের কার্যক্রমের আঞ্চলিক ব্যাপ্তি কমেছে। এ কারণে ভারত মহাসাগরে জলসদ্যুতার 'উচ্চঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (এইচআরএ)'-এর ভৌগোলিক সীমানা সংকুচিত করেছে সমুদ্র পরিবহন খাতের বিভিন্ন শীর্ষ সংস্থা। বৈশ্বিক শিপিং ও জ্বালানি তেল খাতের প্রতিনিধি হিসেবে এই পরিবর্তনে সম্মতি জানিয়েছে বিমকো, আইসিএস, ইন্টারকার্গো, ইন্টারট্যাংকো ও ওসিআইএমএফ।

ভৌগোলিক সীমানায় এই পরিবর্তনের ফলে এখন থেকে ভারত মহাসাগরের ইয়েমেনি ও সোমালি টেরিটোরিয়াল সি এবং এর পূর্ব ও দক্ষিণ পাশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে (ইইজেড) জলদস্যুতার ক্ষেত্রে এইচআরএ হিসেবে দেখা হবে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর বিবেচিত হবে।

২৬/১১ ঘটনার পর তিন শতাধিক নিরাপত্তা অনুশীলন চালিয়েছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর তিন শতাধিক উপকূলীয় নিরাপত্তা অনুশীলন পরিচালনা করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ সময়ে বাহিনীটি প্রতি ছয় মাসে উপকূলীয় রাজ্যগুলোর সরকারের সঙ্গে মিলে অন্তত একটি করে অনুশীলন পরিচালনা করেছে। ভবিষ্যতে যেন ২৬/১১-এর মতো ঘটনা আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই মূলত এই উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড।

মুম্বাইয়ের ওই ঘটনায় সন্ত্রাসীরা সমুদ্রপথ ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় একযোগে চালানো হামলায় অন্তত ১৬৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। এর মধ্যে ১৮ জন ছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। এর সঙ্গে শত শত মানুষ আহত হন এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সমুদ্রপথ ধরে হামলা চালানোর কারণে ২৬/১১-এর পর ভারত সরকার তাদের উপকূলকে সুরক্ষিত রাখতে নড়েচড়ে বসেছে। উপকূলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে কোস্ট গার্ডের অনুশীলন সেই তৎপরতারই অংশ। ভারতীয় কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক কৃষ্ণস্বামী নটরাজন বলেছেন, ভবিষ্যতে যেন উপকূল ধরে কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামলা চালাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সর্বদা তৎপর রয়েছে বাহিনীটি।

১৯তম ন্যাশনাল মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোর্ড মিটিংয়ের সাইডলাইনে নটরাজন বলেন, '২৬/১১-এর পর ভারত সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে... ২০১৯ সাল থেকে আমরা উপকূলীয় রাজ্য সরকারগুলোর সহায়তায় তিন শতাধিক নিরাপত্তা অনুশীলন সম্পন্ন করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দুটি উপকূলীয় রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে নিয়েও কাজ করেছি। এসব অনুশীলনের মাধ্যমে রাজ্যগুলোর যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করার দক্ষতা বেড়েছে।'

ওমান উপকূলে ট্যাংকারে হামলা

ওমান উপকূলে ইসরায়েলি ব্যবস্থাপনাধীন একটি পেট্রোলিয়াম প্রডাক্ট ট্যাংকারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় একজন ব্রিটিশ ও একজন রোমানিয়ান নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।

মার্সার স্ট্রিট নামের লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটিতে ঠিক কী ঘটেছে, সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে ইসরায়েলি মালিকানাধীন জোডিয়াক মেরিটাইম দাবি করছে, এটি জলদস্যু হামলার ঘটনা হয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে ওমান মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টারের দাবি, ঘটনাটি তাদের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমার বাইরে ঘটেছে।

শ্রীলংকা উপকূলে অগ্নিনির্বাপণ অভিযানে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের জাহাজ

শ্রীলংকা উপকূলে অগ্নিদুর্ঘটনার শিকার কনটেইনার জাহাজ এক্স-প্রেস পার্ল সাগরে ডুবে গেছে। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক ধরে জ্বলতে থাকার পর জাহাজটি ডুবে যায়। জাহাজটিতে ২৫ টন নাইট্রিক অ্যাসিড পরিবহন করা হচ্ছিল। জাহাজডুবির পর এই রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ায় শ্রীলংকার ইতিহাসের ভয়াবহতম পরিবেশ বিপর্যয় ও সাগরের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

শ্রীলংকার নৌ ও বিমানবাহিনীর পাশাপাশি এক্স-প্রেস পার্লের আগুন নেভানো ও উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় ভারতীয় কোস্ট গার্ডের অগ্নিনির্বাপক, দূষণনিয়ন্ত্রক, টাগবোট ও উদ্ধারকারী চারটি জাহাজ।

গিনি উপসাগরে চার জলদস্যুকে হত্যা করেছে ডেনিশ ফ্রিগেট

নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পরিচালিত এক অভিযানে সম্প্রতি চারজন জলদস্যুকে হত্যা করেছে একটি ডেনিশ ফ্রিগেট। গিনি উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসবার্ন স্নেয়ার নামের ফ্রিগেটটিকে গত মাসে গিনি উপসাগরে মোতায়েন করা হয়। সম্প্রতি কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজের কাছাকাছি একটি ফাস্ট মুভিং ভেসেলের উপস্থিতি টের পেয়ে ফ্রিগেটটি অভিযান শুরু করে। ওই ভেসেলে আটজন সন্দেহভাজন জলদস্যু ছিল বলে ডেনিশ মিলিটারি জানিয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় আন্তর্জাতিক বাহিনীর নিয়মিত টহল ও বিশেষ অভিযানের ফলে গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা অনেকটাই কমেছে।

মিসাইল প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়াতে নতুন ধারণাপত্র প্রণয়ন যুক্তরাষ্ট্রের

আধুনিক যুগে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনছে। সমরাস্ত্র ব্যবস্থায় ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে এই প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। ফলে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সব দেশের জন্যই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি সেই পথেই হাঁটছে। আঞ্চলিক হাইপারসনিক হামলা থেকে যুক্তরাষ্ট্র, দেশটির মোতায়েনকৃত বাহিনী ও মিত্রপক্ষকে সুরক্ষিত রাখতে নতুন একটি ধারণাপত্র তৈরি করেছে তারা।

নতুন প্রজন্মের মিসাইলগুলো আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। কিছু মিসাইল রয়েছে, যেগুলো শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম। এই ধরনের হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল প্রতিহত করতে মাল্টি-লেয়ারড সলিউশনস ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি। কীভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, তার একটি রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যেই এই ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারি নাগাদ এ বিষয়ে পর্যালোচনা শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি নেক্সট জেনারেশন ইন্টারসেপ্টর (এনজিআই) উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এই ইন্টারসেপ্টর যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল প্রতিরোধ সক্ষমতা আরও বাড়াবে। ২০২২ অর্থবছরে হাইপারসনিক ও ব্যালিস্টিক ট্র্যাকিং স্পেস সেন্সর উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি আনার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। একই সঙ্গে স্পেস-বেজড ও ল্যান্ড-বেজড সেন্সরের সমন্বিত বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গঠনের কাজও চালিয়ে যাবে মন্ত্রণালয়।

আঞ্চলিক হাইপারসনিক হামলা থেকে সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে টার্মিনাল ফেজে প্রতিরক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। একটি মিসাইলের গতিপথের সর্বশেষ পর্যায় হলো টার্মিনাল ফেজ। অর্থাৎ হাইপারসনিক মিসাইল হামলার একেবারে শেষের পর্যায়ে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করার কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৫০তম বালটপস অনুশীলন সম্পন্ন

নেভাল স্ট্রাইকিং অ্যান্ড সাপোর্ট ফোর্সেস ন্যাটোর (স্ট্রাইকফরন্যাটো) আয়োজনে সম্প্রতি ৫০তম বাল্টিক অপারেশনস (বালটপস) অনুশীলন শেষ হয়েছে। গত ১৮ জুন দুই সপ্তাহব্যাপী এই অনুশীলন শেষ হয়।

বালটপসে ন্যাটোর ১৬ সদস্য ও দুটি অংশীদার দেশ অংশ নেয়। এসব দেশের ৪০টির বেশি যুদ্ধজাহাজ, ৬০টি যুদ্ধবিমান ও চার সহস্রাধিক নৌ সদস্য অনুশীলনে অংশ নেয়। ন্যাটোর দুটি স্ট্যান্ডিং মেরিটাইম গ্রুপের পাশাপাশি এই অনুশীলন বাল্টিক সাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও আন্তঃদ্বন্দ্বের ঝুঁকি প্রশমনে জোটটির অব্যাহত প্রচেষ্টারই প্রমাণ বহন করে।

এ বছর বালটপস অনুশীলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'ব্রেক ইনটু দ্য বাল্টিক'। বাল্টিক সাগরের পশ্চিমাঞ্চলে জাটল্যান্ড ব্যাংক থেকে উত্তরে গটল্যান্ড ও পূর্বে লিথুয়ানিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্র অঞ্চলে এই অনুশীলন পরিচালনা করা হয়।

➤ আরও ১০টি হেলিকপ্টার যুক্ত হচ্ছে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের বহরে

২০২২ সালের মে মাস নাগাদ ১০টি নতুন অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার (এএলএইচ) যুক্ত হচ্ছে ভারতীয় কোস্ট গার্ডের (আইসিজি) বহরে। এছাড়া ২০২১ সালে একটি অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি) ও ২০২৫ সাল নাগাদ দুটি পলিউশন কন্ট্রোল ভেসেল (পিসিভি) সংগ্রহ করবে আইসিজি।

কোস্ট গার্ড হেলিকপ্টারগুলো কিনবে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডের কাছ থেকে। বেঙ্গালুরুভিত্তিক রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিটির সঙ্গে মোট ১৬টি হেলিকপ্টার সরবরাহের বিষয়ে চুক্তি করেছে আইসিজি। এর মধ্যে ছয়টি হেলিকপ্টার বুঝে পেয়েছে কোস্ট গার্ড। বর্তমানে বাহিনীটির বহরে ডর্নিয়ার ও এএলএইচের মতো মোট ৬৮টি এয়ারক্রাফট রয়েছে।

➤ উল্টে যাওয়া নৌকায় ভাসমান শ্রমিককে উদ্ধার করেছে জাপান কোস্ট গার্ড

জাপানের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইয়াকুশিমার কাছে সাগরে উল্টে যাওয়া নৌকায় ২২ ঘণ্টা ধরে ভাসমান এক নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেছে জাপানের কোস্ট গার্ড। ৬৯ বছর বয়সী ওই শ্রমিক একাই ইয়াকুশিমার নিকটবর্তী একটি পোর্ট কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে কাজ করছিলেন বলে জানিয়েছেন।

ওই শ্রমিক জানান, কাজ করার সময় নৌকাটি উল্টে গেলে তিনি সেই উল্টানো নৌকার ওপর কোনোমতে আশ্রয় নেন। এরপর তিনি তার সহকর্মী অন্য শ্রমিকদের বিষয়টি অবহিত করেন। সহকর্মীরা বিষয়টি কোস্ট গার্ডকে জানালে তারা ওনোইডা পোর্টের উপকূলের ১৯ মাইল দূরে থেকে তাকে উদ্ধার করে।

➤ ক্যাটামারান করভেটের প্রথম মডিফায়েড ইউনিটের কমিশনিং করেছে তাইওয়ান

তাইওয়ান সম্প্রতি তুয়ো চিয়াং ক্লাসের দ্বিতীয় করভেট তা চিয়াংয়ের কমিশনিং সম্পন্ন করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে মিন জিয়াং ক্লাসের দ্বিতীয় মাইন লেয়িং শিপ তাইওয়ানিজ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

তা চিয়াং করভেটটির দৈর্ঘ্য ৬৫ মিটার, প্রস্থ ১৪ দশমিক ৮ মিটার। এর সর্বোচ্চ ডিসপ্লেসমেন্ট ৬৮৫ টন। সর্বোচ্চ ড্রাফট ৩ মিটার ক্যাটামারান করভেটটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪০ নটগতিবেগে ছুটতে পারে। এটি তুয়ো চিয়াং ক্লাস করভেটের প্রথম আপগ্রেডেড ও মডিফায়েড ইউনিট।

মৎস্যসম্পদ সুরক্ষায় নতুন উদ্যোগ আসছে

দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা আলোচনায় অবশেষে সফল পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) একটি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে, যার মাধ্যমে জলজ বাস্তুসংস্থানের জন্য ক্ষতিকর উপায়ে মৎস্য আহরণ কর্মকাণ্ডে সরকারের ভর্তুকি দেওয়ার সুযোগ বন্ধ হবে। বৈশ্বিক মৎস্য আহরণ শিল্পে নতুন নিয়ম চালু করা সম্ভব হবে এই চুক্তির ফলে।

সম্প্রতি ডব্লিউটিও সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী ও জাতীয় প্রতিনিধি দলের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে চুক্তির বিষয়ে এই অগ্রগতি হয়েছে। ডব্লিউটিওর মন্ত্রিপর্যায়ের দ্বাদশ সম্মেলনের (এমসি১২) আগেই এ বিষয়ে বাকি আলোচনা সেরে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জোটটির সদস্যরা। তারা জানিয়েছে, বর্তমানে যেসব এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেগুলোকে ভিত্তি ধরেই চুক্তি চূড়ান্ত করা হতে পারে।

অতিরিক্ত মাত্রায় মৎস্য আহরণ বৈশ্বিক সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ। অথচ কিছু দেশের সরকার এ ধরনের কার্যক্রমে ভর্তুকি দিয়ে আসছে। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কমিটি অন ফিশারিজের তথ্য অনুসারে, প্রতি বছর বৈশ্বিক মৎস্য খাতে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ভর্তুকি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২ হাজার কোটি ডলার দেওয়া হয় জ্বালানি ভর্তুকি ও কর মওকুফের মতো কর্মসূচির অধীনে।

এই চর্চা বন্ধের লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে আলোচনা চালিয়ে আসছে ডব্লিউটিও। কিন্তু সদস্য সরকারগুলো ভর্তুকি প্রদান বন্ধের বিষয়ে একমত হতে না পারায় এই দীর্ঘ সময়েও কোনো সুরাহা মেলেনি।

২০২০ সালে একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারি প্রতিরোধে আরোপিত বিধিনিষেধ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। চলতি বছরের জুলাইয়ে আরেক দফা দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হয়নি। গত মার্চে প্রথম নারী হিসেবে ডব্লিউটিওর মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইওয়েলা। তিনি চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই আলোচনায় চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি দেখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ইওয়েলার দাবিকৃত সময়ের মধ্যে কোনো চুক্তি হবে কিনা, তা সময়ই বলে দেবে। তবে ইস্যুটি ডব্লিউটিওর জন্য মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কেবল এই একটিই নয়, বরং আরও বেশ কয়েকটি ইস্যুতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। এই অনৈক্য দূর করে অভিন্ন স্বার্থে সরকারগুলোকে কতটা একাট্টা করতে পারে ডব্লিউটিও, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা প্রতিরোধের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা বাড়ছে

বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের (বিমকো) আহ্বানে গত ১৭ মে জাহাজ মালিকদের একটি গ্রুপ গালফ অব গিনি ডিক্লারেশন অন সাপ্রেশন অব পাইরেসির খসড়া তৈরি করে। এর মূল লক্ষ্য হলো গিনি উপসাগরে জলদস্যুতার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে কথা বলা এবং একটি কার্যকর সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একত্র করা।

এখন পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্রে প্রায় সাড়ে তিনশ স্বাক্ষর জমা পড়েছে। বিমকো জানিয়েছে, বিশ্বের শীর্ষ তিন ফ্ল্যাগ স্টেট, প্রথম সারির জাহাজমালিক কোম্পানি, শীর্ষ শিপিং অ্যাসোসিয়েশন, ইউক্রেন থেকে শুরু করে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন আঞ্চলিক কোম্পানি ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছে।

বিমকোর মহাসচিব ও প্রধান নির্বাহী ডেভিড লুসলি বলেছেন, 'গালফ অব গিনি ডিক্লারেশনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে আমরা এমন আশা করতেই পারি যে, নাবিকদের আর দায়িত্ব পালনকালে নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

বর্তমানে গালফ অব গিনি ঘোষণাপত্রে মোট স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৩৪২। শিগগির তা সাড়ে তিনশ ছুঁয়ে ফেলবে বলে আশা করা যায়। এতে স্বাক্ষরকারী সংস্থাগুলোর অন্যতম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে, শিল্প খাতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের জন্য মানুষ ও পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা অবশ্য করণীয় একটি বিষয়।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে মোট ১৩৫ জন ক্রুকে তাদের জাহাজ থেকে অপহরণ করা হয়েছে। এর ৯৫ শতাংশ ঘটনাই ঘটেছে গিনি উপসাগরে। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারীরা ২০২৩ সাল নাগাদ জলদস্যুর হামলার ঘটনা অন্তত ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনতে চাইছে।

দেশেই ছয়টি সাবমেরিন নির্মাণ করবে ভারতে

প্রজেক্ট ৭৫ (ইন্ডিয়া) প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ছয়টি এআইপি ফিটেড কনভেনশনাল সাবমেরিন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি রিকোয়েস্ট অব প্রোপোজাল (আরএফপি) আহ্বান করেছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

ছয়টি সাবমেরিনই নির্মাণ করা হবে সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে। এ কারণে কেবল কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানি এই আরএফপিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এজন্য একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড, লারসেন অ্যান্ড টার্বোর নাম রয়েছে এই তালিকায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার গৃহীত 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে এই প্রকল্পকে। পুরো প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি রুপির বেশি।

ফিলিপাইনে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় কোস্ট গার্ড বাহিনীগুলোর যৌথ অনুশীলন সম্পন্ন

উপকূলীয় নজরদারি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড ও এর প্রতিবেশী দেশগুলো সম্প্রতি যৌথ অনুশীলনের আয়োজন করে। দুই সপ্তাহব্যাপী এই অনুশীলনে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের কোস্ট গার্ড বাহিনীগুলো অংশগ্রহণ করে। ১৫তম মেরিটাইম ল' এনফোর্সমেন্ট (মারলেন) শীর্ষক এই অনুশীলনে প্রশিক্ষণের নেতৃত্বে ছিল জাপান কোস্ট গার্ড।

অনুশীলনে তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ফিলিপাইনের সদর দপ্তরে। আর প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ম্যানিলা হারবারে। জাপান কোস্ট গার্ডের মোবাইল কো-অপারেশন টিম বর্তমানে ফিলিপাইন কোস্ট গার্ডের ৪০ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। মারলেন অনুশীলনে জাপানের এই টিমও অংশ নিয়েছে। এছাড়া ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার কোস্ট গার্ড সদস্যরাও এতে অংশ নিয়েছেন। অনুশীলনের একটি অংশে মার্কিন কোস্ট গার্ডের বিশেষজ্ঞরা আউটবোর্ড ইঞ্জিন মেইনটেন্যান্স নিয়ে জ্ঞান বিনিময় করেন।

ইংলিশ চ্যানেলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের চাপ বেড়েছে

ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল অনেক বছর ধরেই ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে চলতি বছর শীতের মৌসুম যত এগোচ্ছে, এই প্রবাহ ক্রমেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। সম্প্রতি একদিনেই রেকর্ড ১ হাজার ১৮৫ অভিবাসনপ্রত্যাশী ছোট নৌকায় করে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছে, যেসব নৌকার বেশির ভাগই সাগর পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত নয়। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত একটি শিপিং রুট হলো ইংলিশ চ্যানেল। সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ক্যানু বা ছোট ডিঙিজাতীয় নৌকায় এই চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর এমনটি জানতে পেরে বিখ্যাত ফরাসি ক্রীড়াসামগ্রী বিক্রেতা ডেকাথলন তাদের কয়েকটি স্টোরে ক্যানু বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে ছোট কায়াকে করে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবিতে তিনজন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিখোঁজ হয়েছেন বলে বিবিসি জানিয়েছে।

এই অভিবাসন সংকট নিয়ে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স প্রায়ই একে অন্যকে দোষারোপ করে। সম্প্রতি ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমেনিন ব্রিটেনকে এই দোষারোপের নীতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। অন্যদিকে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা অবৈধভাবে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে আসবে এবং শরণার্থী হিসেবে বিবেচনার জন্য আবেদন করবে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নতুন একটি খসড়া আইন প্রস্তাব করেছেন তিনি।

সারা বিশ্বে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহুল ব্যবহৃত একটি রুট হলো সমুদ্রপথ। ছোট নৌকায় করে বিপদসংকুল সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায়ই তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে যায়।

➤ ফিলিপাইন ও মার্কিন কোস্ট গার্ডের যৌথ অনুশীলন অনুষ্ঠিত

ফিলিপাইনের জ্যাম্বালেস প্রদেশের সুবিক উপসাগরের নিকটবর্তী জলসীমায় যৌথ অনুশীলন পরিচালনা করেছে মার্কিন কোস্ট গার্ড ও ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড। দুই বাহিনী মিলে ভেসেল কমিউনিকেশন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, স্মল বোট অপারেশন, মাল্টি-ভেসেল ম্যানুভারিং, ইমার্জেন্সি রেসপন্স অপারেশন ইত্যাদি অনুশীলন পরিচালনা করেছে।

এই অনুশীলনে ফিলিপাইন কোস্ট গার্ডের অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল, মৎস্য ও জলজসম্পদের সুরক্ষায় নিয়োজিত টহল জাহাজ ও হেলিকপ্টার অংশ নিয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন কোস্ট গার্ডের কাটার মুনরো ও আনম্যানড এয়ারক্রাফট সিস্টেম (ইউএএস) স্ক্যান ঈগল অংশ নিয়েছে যৌথ অনুশীলনে।

➤ মিসাইল তৈরিতে ১০০ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলারের প্রকল্প

মিসাইল ও গাইডেড উইপন তৈরিতে সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এরই অংশ হিসেবে ১০০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে দেশটি। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার স্ট্র্যাটেজিক ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারের সঙ্গে চুক্তি করবে, যারা অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের (এডিএফ) ব্যবহারের জন্য সমরাস্ত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি পরিচালনা করবে।

গত বছর ফোর্স স্ট্রাকচার প্ল্যানের অধীনে প্রায় ৩ হাজার কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা হাতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুতগতির আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াবে দেশটি।

➤ বলিঞ্জারের কাছ থেকে আরও চারটি কাটার কিনবে মার্কিন কোস্ট গার্ড

বলিঞ্জার শিপইয়ার্ডের কাছ থেকে আরও চারটি সেন্টিনেল-ক্লাস ফার্স্ট রেসপন্স কাটার (এফআরসি) কিনবে মার্কিন কোস্ট গার্ড। সম্প্রতি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে নতুন একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এ নিয়ে কোস্ট গার্ডের বহরে বলিঞ্জারের কাছ থেকে কেনা এফআরসির সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৪টি। এর মধ্যে ৪৩টি কাটার এরই মধ্যে বাহিনীতে কমিশনিং করা হয়েছে।

২০২৪ অথবা ২০২৫ সালের দিকে কাটারগুলো কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করবে বলিঞ্জার শিপইয়ার্ড। নতুন চারটি কাটারই নির্মাণ হবে কোম্পানিটির লস অ্যাঞ্জেলেস লকপোর্ট ইয়ার্ডে।

ভারতীয় কোস্ট গার্ডের নতুন ওপিভির কমিশনিং সম্পন্ন

ভারতীয় কোস্ট গার্ডের বীক্রম-ক্লাসের সপ্তম ও সর্বশেষ অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি) বিগ্রহ সম্প্রতি কমিশনিং করা হয়েছে। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চেন্নাইয়ে এই কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ওপিভিটির বেজ হবে অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্নম। ভারতীয় কোস্ট গার্ড অঞ্চল পূর্ব কমান্ডের অপারেশনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলের অধীনে পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে ওপিভিটি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

বিগ্রহের দৈর্ঘ্য ৯৮ মিটার। ১১ জন অফিসার ও ১১০ জন নাবিকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এতে। ওপিভিটি সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নির্মিত হয়েছে। এটি তৈরি করেছে তামিলনাড়ুভিত্তিক জাহাজ নির্মাতা লারসেন অ্যান্ড তুব্রো শিপ বিল্ডিং লিমিটেড। অত্যাধুনিক এই ওপিভিতে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির রাডার, নেভিগেশ ও কমিউনিকেশন সরঞ্জাম, সেন্সর ও যন্ত্রপাতি। সাগরের উত্তাল পরিবেশেও দায়িত্ব পালনে সক্ষম জাহাজটি।

বিগ্রহে রয়েছে একটি ৪০/৬০ বোফোরস গান ও দুটি ১২ দশমিক ৭ মিমি স্ট্যাবিলাইজড রিমোট কন্ট্রোল গান, যাতে রয়েছে ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম। জাহাজটিতে আরও রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড ব্রিজ সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অটোমেটেড পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও হাই-পাওয়ার এক্সটার্নাল ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম।

জাহাজটি একটি টুইন-ইঞ্জিন হেলিকপ্টার ও চারটি হাই-স্পিড বোট পরিবহন করতে সক্ষম। বোর্ডিং অপারেশন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, আইন প্রয়োগ ও মেরিটাইম প্যাট্রলিংয়ে এসব বোট ও হেলিকপ্টার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সাগরে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য জাহাজে রয়েছে পলিউশন রেসপন্স ইকুইপমেন্ট।

ওপিভিটির ডিসপ্লেসমেন্ট সক্ষমতা প্রায় ২ হাজার ২০০ টন। এতে রয়েছে দুটি ৯ হাজার ১০০ কিলোওয়াট ডিজেল ইঞ্জিন। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৬ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম বিগ্রহ।

জাপান ও মার্কিন কোস্ট গার্ড সদস্যদের যৌথ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

জাপান কোস্ট গার্ডের জাহাজ আসো ও মার্কিন কোস্ট গার্ডের কাটার মুনরোর সদস্যরা সম্প্রতি পূর্ব চীন সাগরে দুই দিনব্যাপী পারস্পরিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলামেডাভিত্তিক কাটার মুনরো জাপানের সাসেবো পোর্ট ভিজিট করে এবং সেখানে ক্রু এক্সচেঞ্জ, টু-শিপ কমিউনিকেশন, ফর্মেশন, ম্যানুভারিং, নেভিগেশন প্রভৃতি এক্সারসাইজে অংশ নেয়।

এছাড়া জাহাজ দুটির সদস্যরা সাগরে যৌথ ও সহযোগিতামূলক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, সাগরে আইন প্রয়োগ, ছোট নৌকা ও বড় জাহাজে অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়েও পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে জাপান ও মার্কিন কোস্ট গার্ডের সদস্যরা বেশ কয়েকটি সহযোগিতামূলক অনুশীলনে অংশ নিয়েছে। গত জুনে তারা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান নিয়ে একটি যৌথ মহড়া পরিচালনা করে।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন ভোলা জেলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদী সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার জেলেদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক

ভোলায় প্রান্তিক জেলেদের মাঝে রেডিও ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক জেলে, অসহায় ও দুস্থদের নিয়মিত সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন ভোলা জেলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদী সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার জেলেদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ হিসেবে লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, রেডিও, টর্চ ও রেইনকোট বিতরণ করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। এ সময় কোস্ট গার্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও মহামারিসহ সকল দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ কোস্ট গার্ডের নিয়মিত সহযোগিতা অব্যাহত আছে

পশ্চিম জোনে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পশ্চিম জোন গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার সুন্দরবন সংলগ্ন গাবুরা এলাকায় ৪৬৭ জন অসহায়, গরিব, দুস্থ ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী প্রদান করেছে। কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার সার্জন লে. কমান্ডার ইমরান জুয়েল, এএমসি এবং কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মেডিকেল অফিসার লেঃ কমান্ডার জেনীফার বিনতে ইয়াছিন, এএমসিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ চিকিৎসাসেবা দেন। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসাসেবা প্রদানের পাশাপাশি একই এলাকার ১৭০টি শীতার্ত পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বিশুদ্ধ খাবার পানি সংকট নিরসনের লক্ষ্যে একইদিন কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মোসায়েদ হোসেন, (ট্যাজ), বিসিজিএম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন চাঁদনীমুখা মিফতাহুল মিসবাহ হাফিজিয়া মহিলা মাদ্রাসা এবং পূর্ব চাঁদনীমুখা স্বতন্ত্র নূরানীয়া ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় ২টি বিশুদ্ধ খাবার পানির ট্যাংক উদ্বোধন করেন।

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় সচেতনতামূলক সভা

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া থানার বিসিজি অস্থায়ী কন্টিনজেন্ট গত ২১ ডিসেম্বর ২০২১ একটি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। এতে চোরাচালান, মাদক, অবৈধ মৎস্য আহরণ, নৌপথে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় আলোচনা করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট এম নাজমুল ইসলাম (এক্স), বিএন। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলে, মাঝি ও বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার সুন্দরবন সংলগ্ন গাবুরা এলাকায় অসহায়, গরিব, দুস্থ ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী প্রদান করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পশ্চিম জোন

এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

মোংলায় প্রান্তিক জেলেদের মাঝে জীবনরক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি পশ্চিম জোনের মোংলা বেইস এলাকার অন্তর্ভূক্ত উপকূলবর্তী প্রান্তিক জেলেদের মাঝে জীবনরক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করেছেন। এসব উপকরণের মধ্যে ছিল লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, রেডিও, টর্চ, রেইনকোট ও কম্বল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে শীতবস্ত্র ও জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি আউটপোস্ট রাঙ্গাবালী পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার আগুনমুখা ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদীসংলগ্ন এলাকার জেলে, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করেছে। এ সময় শীতবস্ত্র হিসেবে সোয়েটার ও টি-শার্ট এবং জীবন রক্ষাকারী উপকরণ হিসেবে লাইফ জ্যাকেট, রেডিও, টর্চ ও রেইনকোট বিতরণ করা হয়। কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

হাতিয়া ও তজুমুদ্দিনে শীতবস্ত্র ও জীবনরক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি স্টেশন হাতিয়া এবং আউটপোস্ট তজুমুদ্দিন নোয়াখালীর হাতিয়া এবং ভোলার তজুমুদ্দিন উপজেলার মেঘনা নদী সংলগ্ন এলাকার প্রান্তিক জেলে, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করেছে। শীতবস্ত্রের মধ্যে ছিল কম্বল, সোয়েটার ও টি-শার্ট এবং জীবন রক্ষাকারী উপকরণের মধ্যে ছিল লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, রেডিও, টর্চ ও রেইনকোট। এ সময় দক্ষিণ জোনের জোনাল কমান্ডারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন-২০২১ উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিসিজি বেইস ভোলার পক্ষ থেকে ভোলা জেলা স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়

ভোলায় বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন-২০২১ উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেইস ভোলার লে. কমান্ডার খান শাহীনুর রহমান, (এস), বিএন এর নেতৃত্বে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ভোলা জেলা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে। পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে কোস্ট গার্ড জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

ভোলার ঢালচরে শীতবস্ত্র বিতরণ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি আউটপোস্ট চরমানিকা ভোলার দক্ষিণ আইচা থানার ঢালচর এলাকার অসহায় ও দুস্থ জনসাধারণের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে সোয়েটার ও টি-শার্ট বিতরণ করেছে। এ সময় বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে স্থানীয়দের সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভোলায় শহীদদের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন-২০২১ উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেইস ভোলার নাবিক নিবাসের মসজিদে বাদ ফজর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এ সময় জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কোস্ট গার্ডের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে সকল কর্মকর্তা, সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিগণ অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে শপথ নিলেন দক্ষিণ জোনের সকল সদস্য

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন-২০২১ উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ১৬ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত শপথ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের সকল সামরিক ও অসামরিক সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সাথে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে একযোগে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ টেকনাফ স্টেশনে অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাস উদ্বোধন করেন

পরিচালিত শপথ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের সকল বেইস, স্টেশন, আউটপোস্ট ও জাহাজ সমূহের কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতিত সকল সামরিক ও অসামরিক সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

বিসিজি বেইস ভোলা ও নিজামপুর স্টেশনে বিনামূল্য চিকিৎসাসেবা

বিসিজি স্টেশন নিজামপুর গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেছে। সিনিয়র মেডিকেল অফিসার সার্জন লে. কমা. এম এম আবু হাসান সোহগ, এএমসি (বিএ ১০২০২৪) এবং লে. এম নাজমুল হাসান, (এল) বিএন (পি নং ৩২১০) চিকিৎসাসেবা দেন। মেডিকেল ক্যাম্পে ৯৩ জন স্থানীয় দুস্থ নারী-পুরুষ ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়। এ ছাড়া গত ১৬ অক্টোবর দক্ষিণ জোনের ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা এলাকায় বসবাসরত সাধারণ জনগণের মধ্যে কোস্ট গার্ডের প্রতি আস্থা ও সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা এবং ওষুধ বিতরণ করা হয়। বিসিজি বেইস ভোলার সিনিয়র মেডিকেল অফিসার সার্জন লে. কমা. এম শাহ নেওয়াজ, এএমসি (বিএ ১০২১১০) এবং সা. লে. এম খলিলুর রহমান, (এসডি), (কম), বিএন বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা এবং ওষুধ বিতরণ করেন। এ সময় ৫০ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসাসেবা এবং ওষুধ দেওয়া হয়।

পূর্ব জোন সফরকালে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড ও গার্ড পরিদর্শন করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক

কোস্ট গার্ড মহাপরিচালকের পূর্ব জোন সফর

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ পূর্ব জোন সফর করেন। এ সময় মহাপরিচালক বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড ও গার্ড পরিদর্শন করেন এবং পূর্ব জোনে সকল অফিসার ও শিপস্ কোম্পানির উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। প্যারেড শেষে মহাপরিচালক সফরসূচি অনুযায়ী অফিসার্স মেসের সামনে বৃক্ষরোপণ, নাবিক নিবাস ও প্রশাসনিক ভবন, সিসিএমসি, বোট ওয়ার্কশপ ও সাপ্লাই ইস্যু পয়েন্ট এবং নাবিক কলোনি ও ফলের বাগান পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও মহাপরিচালক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মৎস্য বন্দর, ইছানগর, একটি গভীর নলকূপ উদ্বোধন এবং পরিদর্শন শেষে ভিজিটর্স বুকে স্বাক্ষর করেন। মহাপরিচালকের আগমন উপলক্ষে বিসিজি বেইস চট্টগ্রামে সকল শিপস্ কোম্পানির জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। মহাপরিচালকের আগমনে কর্মকর্তা ও নাবিকদের উৎফুল্ল মনোভাব প্রকাশ করতে দেখা যায়। সফর শেষে মহাপরিচালক একই দিন ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন।

টেকনাফ স্টেশনের অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাস উদ্বোধন করলেন মহাপরিচালক

দেশের পূর্বাঞ্চলে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের সমুদ্রপথে মানব পাচার প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সমুদ্র সীমানায় চোরাচালান দমনসহ কোস্ট গার্ডের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ টেকনাফ স্টেশনে অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাস উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাস উদ্বোধনের মাধ্যমে পূর্ব জোনের অপারেশনাল কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে আশা করেন তিনি। এ ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মহাপরিচালক টেকনাফের উপকূলবর্তী প্রান্তিক জেলেদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ হিসেবে লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, রেডিও, টর্চ ও রেইনকোট বিতরণ করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্রসম্পদের সংরক্ষণ, উপকূলীয় অঞ্চলে চোরাচালান দমন, মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, জাটকা ও মা ইলিশ নিধন প্রতিরোধ এবং মানব পাচার প্রতিরোধে সফল ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সফলতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে ১ কোটি ৭৯ লাখ ৪৩ হাজার ৭০৮ পিস ইয়াবা, ১১ হাজার ৯৪৯ ক্যান বিয়ার, ১ হাজার ৬১

এসইপি ০২/২০২১ উপলক্ষে পূর্ব জোন সফরকালে কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক বিসিজিএস তাজউদ্দীনে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন

বোতল বিদেশি মদ, ৭৩ দশমিক ৮ কেজি গাঁজা, ১ কেজি আইস, ৩ দশমিক ২৮৭ কেজি স্বর্ণ, ৩ টি পিস্তল, ১২টি দেশি বন্দুক, ১৬ রাউন্ডস গোলা জব্দ করেছে। যা এ বাহিনীর সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিফলন।

কোস্ট গার্ড মহাপরিচালকের এসইপি পরিদর্শন

এসইপি ০২/২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ পূর্ব জোন সফরে আসেন। এ সময় বিসিজিএস তাজউদ্দীনের গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন এবং এ জাহাজযোগে সমুদ্রে গমন করে এসইপি ০২/২০২১ পরিদর্শন করেন। সফর শেষে মহাপরিচালক ২৭ ডিসেম্বর ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন।

পূর্ব জোনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বাদ ফজর পূর্ব জোনের বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম মসজিদে বিশেষ নামাজ ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। মোনাজাতে পূর্ব জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন কাজী শাহ্ আলম, (সি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন, বিসিজি বেইস চট্টগ্রামের অধিনায়ক এবং বেইসের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল অফিসার, জেসিওস, পিওস, নাবিকগণ এবং বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ দিন বেইসের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল জাহাজ, বেইস এবং স্টেশন, আউটপোস্টের নাবিকদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া কালার্স হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল ও সূর্যাস্ত হতে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়। এর আগে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ উপলক্ষে বিকাল ৪টায় বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ব জোনের জোনাল কমান্ডার, বিসিজি বেইস চট্টগ্রামের অধিনায়ক এবং বেইসের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গসহ ১৯০ জন কোস্ট গার্ড সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া কোস্ট গার্ডের জাহাজ বিসিজিএস সৈয়দ নজরুল এবং বিসিজিএস শ্যামল বাংলা জাহাজ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

সেন্ট মার্টিন, হিমছড়ি ও উড়িরচরে ফ্রি চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পেইন

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিসিজি স্টেশন সেন্ট মার্টিনে ফ্রি চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজিত ক্যাম্পেইনে ১৭৬ জন দুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ওষুধ বিতরণ, ডায়াবেটিক পরীক্ষা এবং রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। এর আগে গত ১৩ ডিসেম্বর বিসিজি স্টেশন হিমছড়ির ব্যবস্থাপনায় হিমছড়ির ১৪৭ জন দুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়। এ সময় তাঁদের ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। এ ছাড়া গত ৯ ডিসেম্বর বিসিজি স্টেশন উড়িরচরের ব্যবস্থাপনায় উড়িরচরের ১৫৫ জন দুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার আয়োজনে গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়নের ধুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৬০০ জন গরিব, দুস্থ ও অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এ সময় বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এম আব্দুস সামাদ (এন) পিএসসি, বিএন, নির্বাহী কর্মকর্তা কমান্ডার এম আবু সাঈদ, (সি), বিএন, মেডিকেল অফিসার সার্জন লে. শাইখ রিজভী খান, এএমসি ও পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের ডাক্তারগণ উপস্থিত ছিলেন। একই দিন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ধুলিয়া এলাকার ৩৫০ জন দুস্থ মানুষের মাঝে জামা-কাপড় বিতরণ করেছে কোস্ট গার্ড।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ৭তম কমিশনিং দিবস উপলক্ষে গত ১১ ডিসেম্বর ২০২১ বেইসের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় সদকা প্রদান ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত) ক্যাপ্টেন শাহজাহান সিরাজ, (জি), পিএসসি, বিএন এবং বেইসের সকল অফিসার এবং শিপস কোম্পানি উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষে শিপস কোম্পানি ডাইনিং হলে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রীতিভোজে বেইসের কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত) সহ সকল অফিসার এবং শিপস কোম্পানি অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে শপথ নিলেন বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার সকল সদস্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ নতুন প্রজন্ম ও সর্বস্তরের জনগণকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শপথ পাঠ করান। সারা দেশের মতো বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত) ক্যাপ্টেন শাহজাহান সিরাজ, (জি), পিএসসি, বিএন সহ বেইসের সকল অফিসার, শিপস কোম্পানি ও অসামরিক কর্মচারিগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শপথ নেন।

চাঁদপুরে ফ্রি চিকিৎসাসেবা ও শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন মুজিব শতবর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার নয়আনি গ্রামে ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। মেডিকেল ক্যাম্পেইনে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরে কর্মরত সিনিয়র মেডিকেল অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন মুজিব শতবর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চরাঞ্চলে শীতার্ত ও দরিদ্র

মুজিব শতবর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার নয়আনি গ্রামের দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার মেরিটাইম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্কুলের নবনির্মিত আইসিটি ল্যাব, মডেল রুম ও ডাইনিং হল আধুনিকায়নের কাজ পরিদর্শন করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী

জনসাধারণের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। এ সময় সময় বিসিজি স্টেশন চাঁদপুরের স্টেশন কমান্ডার এবং কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার লামচরী এলাকায় ৩০০ জন অসহায়, গরিব, দুস্থ ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী দেওয়া হয়। এ সময় কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার সার্জন লে. কমান্ডার ইমরান জুয়েল, এএমসি এবং মেডিকেল অফিসার লে. জান্নাতুল ফেরদৌস, এএমসি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া চরাঞ্চলের শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ডারের বিদায় সংবর্ধনা

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট কমডোর এম এনামুল হক, (সি), পিএসসি, বিএন এর বিদায় সংবর্ধনা গত ৭ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বিদায়ী কমান্ড্যান্ট কমডোর এম এনামুল হক, (সি), পিএসসি, বিএন কে ক্রেস্ট প্রদান করেন নবাগত কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত) ক্যাপ্টেন শাহজাহান সিরাজ, (জি), পিএসসি, বিএন। বিদায় উপলক্ষে শিপস কোম্পানি ডাইনিং হলে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এতে বেইসের সকল অফিসার ও শিপস্ কোম্পানি উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট এর বিদায় সংবর্ধনায় বিদায়ী কমান্ড্যান্টকে ক্রেস্ট প্রদান করেন নবাগত কমান্ড্যান্ট

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার আইসিটি ল্যাব ও মডেল রুম পরিদর্শন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার মেরিটাইম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্কুলের নবনির্মিত আইসিটি ল্যাব, মডেল রুম ও ডাইনিং হল আধুনিকায়নের কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট কমডোর এম এনামুল হক, (সি), পিএসসি, বিএন, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এম আবদুস সামাদ, (এন), পিএসসি, বিএন, পরিচালক (আইটি ও যোগাযোগ) ক্যাপ্টেন সাব্বির আহমেদ খান, (জি), পিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন ও পরিচালক (গোয়েন্দা) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনওডিসি সদস্যদের বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা পরিদর্শন

ইউএনওডিসি পরিচালিত ভিস্ট, সার্চ অ্যান্ড সেইজার প্রশিক্ষণ কোর্সটি বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাইরের সংস্থাটির ২ জন কর্মকর্তা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঘাঁটিতে আসেন। এ সময় তারা মেরিটাইম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্কুলের আইসিটি ল্যাব পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় বেইসের ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এম আবদুস সামাদ, (এন), পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কোস্ট গার্ডের ত্রাণ বিতরণ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূল ও চরাঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে উপকূল ও চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন ও দুস্থ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দক্ষিণ জোনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি স্টেশন কালীগঞ্জ বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া লঞ্চঘাট এলাকায় ৬ জন অসহায় ও দুস্থ ব্যাক্তিকে ৬টি সেলাই মেশিন এবং ১৮ জন অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে চাল, ডাল, আলু, লবণ, লুঙ্গি, শাড়ী এবং নগদ ২ হাজার টাকা বিতরণ করেছে। এ ছাড়া গত ১৬ সেপ্টেম্বর ভোলার উপকূলীয় এলাকার ৫টি পরিবারকে ৫টি গরু ও নগদ ১ হাজার টাকা, ১০০টি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী হিসেবে চাল, ডাল, তেল, লবণ, চিনি, শাড়ি, লুঙ্গি, বিস্কুট, সুজি, সাবান, পেস্ট, টি-শার্ট ও নগদ ২ হাজার টাকা এবং ৩ জনকে মুদি দোকান তৈরির জন্য দোকানের মালামাল এবং ২ জনকে ২টি হুইলচেয়ার দিয়েছে বিসিজি বেইস ভোলা। ত্রাণ বিতরণের সময় বিসিজি ভোলার সা. লে. এম খলিলুর রহমান, (এসডি), (কম), বিএন (পি নং ৩০৫৩) এবং বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. জামাল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ভোলার চর কচ্ছপিয়ায় জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি আউটপোস্ট চরমানিকা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার চর কচ্ছপিয়া ঘাট অন্তর্গত

মেঘনা ও বুড়াগৌরাঙ্গ নদীসংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকার জেলেদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ হিসেবে লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, রেডিও, টর্চ ও রেইনকোট বিতরণ করেছে। এ সময় দক্ষিণ জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন এম মনজুর-উল-করিম চৌধুরী, (এইচ-২), পিএসসি, বিএন উপস্থিত থেকে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করেন। বিতরণ শেষে জোনাল কমান্ডার সকল জেলেদের উপস্থিতিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও মহামারিসহ সকল দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ কোস্ট গার্ডের নিয়মিত সহযোগিতা অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

জাতীয় শোক দিবসে দুস্থদের খাবার দিয়েছে বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা পটুয়াখালীর সদর এলাকার দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেছে। এ সময় সার্জন লে. শাইখ রিজভী খাঁন, এএমসি ও লে. এম সাইফুল ইসলাম, (এসডি) (এ), (অবসরপ্রাপ্ত) বিএন উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষে বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার জামে মসজিদে বাদ জোহর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বেইসের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এম আবদুস সামাদ, (এন), পিএসসি, বিএন এবং নির্বাহী কর্মকর্তা কমান্ডার এম আবু সাঈদ, (সি), বিএন উপস্থিত ছিলেন।

উপকূলীয় অঞ্চলের দুস্থদের মাঝে কোরবানির মাংস বিতরণ

করোনাভাইরাসের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের কর্মহীন ও দুস্থ মানুষের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ জুলাই ২০২১ পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের পর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কোস্ট গার্ডের চারটি জোনের (পূর্ব জোন, পশ্চিম জোন, দক্ষিণ জোন এবং ঢাকা জোন) বিভিন্ন স্টেশন এবং আউটপোস্টে মোট ২১টি গরু উপকূলীয় অঞ্চলের দুস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য কোরবানি দেওয়া হয়। পরে কোস্ট গার্ড সদস্যরা দুস্থদের মাঝে এসব মাংস বিতরণ করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এখতিয়ারভুক্ত উপকূলীয় অঞ্চলে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে অনাকাঙ্খিত ঘটনা রোধে কোস্ট গার্ডের টহল জোরদার ছিল।

কোস্ট গার্ড মহাপরিচালকের বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা পরিদর্শন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা পরিদর্শন করেন। এ সময় স্ট্যাটিক প্যারেডে ওওজি লে. কমান্ডার এস এম মামুন-উল-ইসলাম, (এল), বিএন কর্তৃক স্যালুট ও গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং পরে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড পরিদর্শন শেষে অফিসার, শিপস্ কোম্পানি ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। এদিন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক বেইসে একটি শেওরাবল গাছ রোপণ করেন। এ সময় দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে তিনি অফিসারের সাথে একটি আলোকচিত্র ও সৌজন্য কেক কাটায় অংশগ্রহণ করেন। বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট কমডোর এম এনামুল হক, (সি), পিএসসি, বিএন, পরিচালক (গোয়েন্দা) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), পিএসসি, বিএন ও বেইসের নির্বাহী কর্মকর্তা কমান্ডার এম আবু সাইদ, (সি), বিএন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় ঈদে মিলাদুন্নবীতে আলোচনা সভা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে গত ২০ অক্টোবর ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনীর উপর আলোচনা সভা আয়োজন করেছে। হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনীর উপর আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করা নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এম আবদুস সামাদ, (এন), পিএসসি, বিএন। এ সময় বেইসের নির্বাহী কর্মকর্তা কমান্ডার এম আবু সাঈদ, (সি), বিএন উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবসে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০২১ বিসিজি বেইস ভোলার নাবিক ব্যারাকের ৩য় তলার বিনোদন কক্ষে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী করা হয়। প্রদর্শনীতে বিসিজি বেইস ভোলার কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন

তেলদূষণ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম সংযুক্ত ৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন

কোস্ট গার্ড বহরে যুক্ত হলো আরও ৪টি রেসকিউ বোট

বাংলাদেশের উপকূলীয় জলসীমা ও সমুদ্র এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বাহিনী সমুদ্র সম্পদের সংরক্ষণ, উপকূলীয় অঞ্চলে চোরাচালান দমন, মাদকদ্রব্য পাচার নিয়ন্ত্রণ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, জাটকা ও মা ইলিশ নিধন প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার ও ত্রাণ সহায়তার কাজ সফলভাবে করে আসছে। এ সফলতাকে আরও গতিশীল করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কাছে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা বিভিন্ন ধাপে ২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোট হস্তান্তর করেছে। সর্বশেষ এ প্রকল্পের আওতায় গত ৬ ডিসেম্বর ২০২১ তেলদূষণ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম সংযুক্ত ৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট হস্তান্তর করেছে। কোস্ট গার্ড বেইস চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। বোটগুলো বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বহরে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া তেল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামাদি সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় তেলদূষণ নিয়ন্ত্রণে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।

রেসকিউ বোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতোকে ক্রেস্ট প্রদান করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী

বিসিজি বেইস চট্টগ্রামে ওয়াকওয়ে নির্মাণ

বিসিজি পূর্ব জোনে কর্মরত কর্মকর্তা এবং নাবিকদের চলাচলের সুবিধার জন্য বিসিজি বেইস চট্টগ্রামে একটি ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকওয়েতে কর্মকর্তা ও নাবিকগণ এক্সারসাইজ করতে পারবেন। পাশাপাশি এ ওয়াকওয়ে রাতে বেইসের প্রাচীরের পাশে নিরাপত্তা টহলের সুবিধা বৃদ্ধি করেছে।

টেকনাফে অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাস উদ্বোধন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফে অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাসের উদ্বোধন করেছেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় মহাপরিচালক অফিসার্স মেস ও নাবিক নিবাস উদ্বোধনের মাধ্যমে পূর্ব জোনের অপারেশনাল কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাহিনী এবং অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। একইদিন উপকূলবর্তী প্রান্তিক জেলেদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ বিতরণ করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক।

তিনটি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাসের উদ্বোধন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তিনটি স্টেশনে 'প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক

নিবাস নির্মাণ' শীর্ষক (১ম সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর স্টেশনে ৩টি প্রশাসনিক ভবন, ৩টি নাবিক নিবাস এবং ৩টি সাব-স্টেশন নির্মাণ হয়েছে। নির্মাণ শেষে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ অবকাঠামোসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জোনাল কমান্ডারগণ, প্রকল্প পরিচালক এবং জোনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার মেরিটাইম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্কুলে নবনির্মিত আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে দেশ, জাতি ও কোস্ট গার্ডের সার্বিক সাফল্য কামনা করে দোয়া করা হয়। এ সময় বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার কমান্ড্যান্ট কমডোর এম এনামুল হক, (সি), পিএসসি, বিএন, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এম আবদুস সামাদ, (এন), পিএসসি, বিএন, এবং পরিচালক (গোয়েন্দা) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন।

'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এবং কোস্ট গার্ডের কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও সদস্যদের আইটি সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে বাহিনীর একমাত্র প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইসিটি ল্যাবটি স্থাপন করা হয়েছে।

সুপেয় পানির টিউবওয়েল স্থাপন

কোস্ট গার্ডের নিজস্ব অর্থায়নে বিসিজি স্টেশন কুতুবদিয়ায় গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ সুপেয় পানির একটি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও বিসিজি স্টেশন মিরসরাইয়েও সুপেয় পানির একটি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। সুপেয় পানির সংকট নিরসনে স্থানীয় সর্বসাধারণের জন্য টিউবওয়েলগুলো স্থাপন করা হয়।

বিসিজি পূর্ব জোনে পিও স্টোর নির্মাণ

বিসিজি পূর্ব জোনে জ্বালানি তেল রাখার সুবিধার্থে একটি পিও (এল)

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার মেরিটাইম সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্কুলে নবনির্মিত আইসিটি ল্যাব উদ্বোধন করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক

স্টোর নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্টোর নির্মাণের ফলে বেইস এবং বিভিন্ন স্টেশন-আউটপোস্টে পাঠানো জ্বালানি তেল মেঘনা অয়েল কোম্পানি থেকে গ্রহণ এবং সংরক্ষণে সুবিধা হবে।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় একগুচ্ছ উন্নয়ন কাজ

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার শিপস গ্যালি সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে আধুনিক রান্নার জিনিসপত্র স্থাপন, ড্রিলশেডে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরি, টেনিস কোর্টের মেরামত কাজ ও বসার জন্য নতুন একটি গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সর্বসাধারণের সুপেয় পানির সংকট নিরসনে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক

চাঁদপুরের আমিরাবাজ লঞ্চঘাট থেকে জব্দকৃত ১২ কোটি ৪০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে কোস্ট গার্ড সদস্যরা

মা ইলিশ ও মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযান

চাঁদপুরের আমিরাবাজ লঞ্চঘাট থেকে ১২ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ জাল জব্দ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন অধিনস্থ বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর ৪ আগস্ট ২০২১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার চাঁদপুর লেঃ এম সাদিক হোসেন এক্স, বিএন এর নেতৃত্বে চাঁদপুর উত্তর মতলব থানার আমিরাবাজ লঞ্চঘাট সংলগ্ন বাজার এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ওই এলাকার ৩টি দোকান এবং ২টি গোডাউন থেকে আনুমানিক ৩৫ লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ৪৫০ পিস চাই জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জালের আনুমানিক বাজার মূল্য ১২ কোটি ৪০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফরোজা হাবিব শাপলা ও সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা চাঁদপুর সদর উপজেলা মো. মাহবুব রশীদ উপস্থিত ছিলেন। জব্দকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থেকে ১২ কোটি টাকা মূল্যের কারেন্ট জাল জব্দ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন অধিন বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৩ আগস্ট ২০২১ রাতে লেঃ শামস সাদেকীন নির্ণয়ের নেতৃত্বে চাঁদপুর হাজীগঞ্জ উপজেলার হাজীগঞ্জ বাজারের কাপড়িয়াপুট্টি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ২টি দোকান এবং ২টি গোডাউন থেকে অবৈধ আনুমানিক ৩৩ লাখ মিটার কারেন্ট জাল ও ৪৭০ পিস চাই জালসহ দুইজন জাল ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। জব্দকৃত জালের আনুমানিক বাজার মূল্য ১১ কোটি ৭১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। অভিযানে মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আশিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। পরে আটককৃত দুইজন জাল ব্যবসায়ীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এনামুল হাসান ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেন এবং জব্দকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

চাঁদপুরে ৭ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ জালসহ আটক ৩

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন অধিনস্থ বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর গত ১৪ আগস্ট ২০২১ সন্ধ্যায় চাঁদপুর সদর থানার পুরান বাজারের তামাকপট্টি ও ফলপট্টি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার চাঁদপুর, লেঃ এম সাদিক হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ৩টি দোকান ও ২টি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে ২০ লাখ মিটার কারেন্ট জাল ও ১৫০টি চায়না চাই জালসহ ৩ জন জাল ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। জব্দকৃত জালের আনুমানিক বাজার মূল্য ৭ কোটি ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা। অভিযানে মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আশিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। পরে আটককৃত ৩ জন জাল ব্যবসায়ীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এনামুল হাসান ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং জব্দকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

চাঁদপুরে ৫ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে। ইলিশ সম্পদ রক্ষায় সাব-লেফটেন্যান্ট রুহান মঞ্জুর এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় জেলেরা অবৈধ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে কারেন্ট জাল ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে নদীতে পাতানো অবস্থায় ১৫ লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জালের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা। অভিযানে চাঁদপুর সদর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব রশীদ উপস্থিত ছিলেন। পরে জব্দকৃত জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

ভারতীয় জেলেসহ ১টি মাছ ধরার ট্রলার জব্দ

অবৈধভাবে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় ১টি ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলারকে ১৩ জন ভারতীয় জেলেসহ আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ সোনার বাংলা। ৭ আগস্ট ২০২১ কোস্ট গার্ড জাহাজ সোনার বাংলা

অবৈধভাবে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় ১টি মাছ ধরার ট্রলারসহ ১৩ জন ভারতীয় জেলেকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

চাঁদপুরের হরিনা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৩৫ মণ বিষাক্ত জেলিযুক্ত চিংড়ি জব্দ করে বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর

সমুদ্রে টহলরত অবস্থায় বাংলাদেশের জলসীমায় একটি বিদেশি মাছ ধরার ট্রলারকে অবৈধভাবে মাছ ধরতে দেখে। এ সময় ট্রলারটি কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কোস্ট গার্ডের টহলরত জাহাজ তাদের ধাওয়া করে মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়া থেকে ১৫.৪ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশের জলসীমায় আটক করে। জব্দকৃত ট্রলার ও আটককৃত ১৩ জন ভারতীয় জেলেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৩ ভারতীয় জেলেসহ মাছ ধরার ট্রলার জব্দ

বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণের সময় ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলার 'পিতা মাতার আশীর্বাদ-১২' এ থাকা ১৩ জন ভারতীয় জেলেকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলা। গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সকালে কোস্ট গার্ড জাহাজ স্বাধীন বাংলা সমুদ্রে টহলরত অবস্থায় বাংলাদেশের জলসীমায় একটি বিদেশী মাছ ধরার ট্রলারকে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ করতে দেখে। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের ধাওয়া করে মোংলা ফেয়ারওয়ে বয়া থেকে ১৭ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশের জলসীমানা থেকে আটক করে। পরে জব্দকৃত ট্রলার ও আটককৃত ১৩ জন ভারতীয় জেলেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

চাঁদপুরে মেঘনার পাড়ে ৩৫ মণ জেলি দেওয়া চিংড়ি জব্দ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের বিসিজি স্টেশন চাঁদপুর হরিনা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় ১২ জুলাই ২০২১ ভোরে ১টি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৩৫ মণ বিষাক্ত জেলিযুক্ত চিংড়ি জব্দ করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার চাঁদপুর লেঃ এম সাদিক হোসেনের নেতৃত্বে হরিনা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন সময় হরিনা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় মেঘনা নদীর পাড়ে পাচারকারীরা জেলিযুক্ত চিংড়ি পরিবহনের জন্য নিয়ে আসলে কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ঐ স্থান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৬৭টি ককশিটে মোড়ানো থাকা ১ হাজার ৪০০ কেজি (৩৫ মণ) বিষাক্ত জেলিযুক্ত চিংড়ি জব্দ করা হয়। অভিযানে মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা চাঁদপুর মো. আশিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। জব্দকৃত চিংড়ি সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা চাঁদপুর সুদীপ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করা হয়।

রূপসায় জেলিযুক্ত চিংড়িসহ ৯জন আটক

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন রূপসা গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনার রূপসা থানার খানজাহান আলী টোল প্লাজা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ২টি ট্রাকে থাকা জেলিযুক্ত ৪৩ মণ চিংড়িসহ ট্রাকের চালক, চালকের সহকারী ও কর্মচারীসহ ৯ জনকে আটক করেছে। পরে আটককৃতদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং জব্দকৃত চিংড়ি রূপসা নদীতে ফেলে বিনষ্ট করা হয়।

রূপসায় ১০০ মণ জেলিযুক্ত চিংড়িসহ আটক ৭

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন রূপসা গত ৯ নভেম্বর ২০২১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনার রূপসা থানার খান জাহান আলী টোল প্লাজা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৩টি ট্রাকসহ জেলিযুক্ত ১০০ মণ চিংড়ি জব্দ এবং চালক, চালকের সহকারী ও কর্মচারীসহ মোট ৭ জনকে আটক করা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রূপসা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আটককৃত ৬ জনকে ১ মাসের কারাদণ্ড ও ১ জনকে সাধারণ ক্ষমা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। জব্দকৃত চিংড়ি রূপসা নদীতে ফেলে বিনষ্ট এবং আটককৃত ট্রাকগুলো পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রূপসা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

রূপসায় জেলিযুক্ত চিংড়িসহ ছয়জন আটক

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন রূপসা গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনা রূপসা থানার বাগমারা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মডার্ন সি ফুড কোম্পানি থেকে ৩০০ কেজি জেলিযুক্ত চিংড়ি ও ৩৫০ কেজি তাজা চিংড়িসহ ৬ জন ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। পরে এসিল্যান্ড (রূপসা), উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও এফআইকিউসি খুলনার উপস্থিতিতে আটককৃত ৬ জন ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ দিনের জেল, এবং জব্দকৃত ৩০০ কেজি জেলিযুক্ত চিংড়ি রূপসা নদীতে ফেলে বিনষ্ট করা হয় এবং ৩৫০ কেজি তাজা চিংড়ি নিলামের মাধ্যমে ৯৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়।

রূপসায় জেলিযুক্ত ২ হাজার ১৬০ কেজি চিংড়িসহ আটক ১১

বিসিজি স্টেশন রূপসা ২৬ অক্টোবর ২০২১ রূপসা টোল প্লাজা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে। অভিযান চলাকালে ওই এলাকা থেকে ২ হাজার ১৬০ কেজি জেলিযুক্ত চিংড়ি ও ১০ কেজি জেলি পাউডার বহনকারী ২টি ট্রাক ও ১টি পিকআপ জব্দ করা হয়। এ সময় চিংড়ি পরিবহনের সাথে জড়িত ড্রাইভার, সহকারী ও কর্মচারীসহ ১১ জনকে আটক করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূপসা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা খুলনা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড প্রদান করা হয়। জব্দকৃত জেলিযুক্ত চিংড়ি ও জেলিপাউডার রূপসা নদীতে ফেলে বিনষ্ট করা হয় এবং ট্রাকগুলোকে রূপসা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ঢাকা জোন মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমান জাটকা জব্দ করে

বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত এমভি লাডিন্ডা নামক বাণিজ্যিক জাহাজে ডাকাতির চেষ্টাকালে ৪৩ ডাকাতকে আটক করে কোস্ট গার্ড

জলদস্যু ও ডাকাতবিরোধী অভিযান

গভীর সমুদ্র থেকে ৪৩ ডাকাত আটক

বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ডাকাতির চেষ্টাকালে ৪৩ ডাকাতকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ রাতে এএইচজেড শিপিংয়ের একজন প্রতিনিধি কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের কক্সবাজার লাইট হাউস থেকে আনুমানিক ৩৭ নটিক্যাল মাইল দূরে এমভি লাডিন্ডা নামক জাহাজে ডাকাতি হচ্ছে বলে জানান। তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রে টহলরত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ মনসুর আলী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দল পালাতে চেষ্টা করে। কোস্ট গার্ড ধাওয়া করে ৪৩ জন ডাকাতকে আটক করে এবং জাহাজ হতে ডাকাতিকৃত বার্থিং হাউজার, স্টিলওয়ার রোপ ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করে। আটককৃত ডাকাতরা সবাই চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এলাকার বাসিন্দা। জব্দকৃত মালামাল এবং আটককৃত ডাকাতদের পতেঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে দেশীয় পিস্তল উদ্ধার

কোস্ট গার্ড বেইস ভোলা বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ৯ নং ওয়ার্ড বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রুকুন্দি গ্রামের গনেশপুরা নদী সংলগ্ন এলাকায় ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ভোরে অভিযান পরিচালনা করে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি দেশীয় পিস্তল উদ্ধার করেছে। তবে এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধারকৃত দেশীয় পিস্তল মেহেন্দিগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হাতিয়ায় অস্ত্র ও গোলাসহ ডাকাত আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার মেঘনা নদী সংলগ্ন নিঝুমদ্বীপ সিডিএফসি বাজার এলাকায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কুখ্যাত ডাকাত হাসান বাহিনীর প্রধান ডাকাত হাসানকে (৩৫) আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১টি দেশীয় একনলা বন্দুক, ২টি তাজা গোলা এবং ৪টি অবৈধ পাইরো টেকনিক উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় কোস্ট গার্ড সদস্যরা ডাকাতের আস্তানা ঘিরে ফেলে এবং ডাকাত হাসানকে আটক করতে সক্ষম হন। আটককৃত ডাকাত হাসান নোয়াখালী হাতিয়া উপজেলার মদিনা গ্রামের মো. সফিউল্লার ছেলে। পরে আটককৃত ডাকাত, উদ্ধারকৃত অস্ত্র, গোলা এবং পাইরো টেকনিক হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেঘনার সোনাপুর বেড়িবাঁধ থেকে অস্ত্রসহ ডাকাত আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৪ জুলাই ২০২১ রাতে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেইস ভোলা কর্তৃক ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী সোনাপুর বেড়িবাঁধ এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে দীর্ঘদিন ধরে উপকূলীয় এলাকায় ডাকাতি ও অপরহণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত কুখ্যাত ডাকাত ফজুল বাহিনীর প্রধান ডাকাত ফজলু (২৮) কে ১টি দেশীয় সুটার গান, ২টি রামদা, ১টি দেশীয় দা ও ১টি হাতুড়িসহ ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক করা হয়। অভিযান চলাকালে ফজলু বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা কোস্ট গার্ডকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে কোস্ট গার্ড আত্মরক্ষার্থে পাল্টা ৭ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। তবে এ সময় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আটককৃত অস্ত্রসহ ডাকাত এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য মালামাল বোরহানউদ্দিন থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হিজলায় দেশীয় অস্ত্রসহ ১০ ডাকাত আটক

বিসিজি স্টেশন হিজলা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১' এর অংশ হিসেবে ১৪ অক্টোবর ২০২১ যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান শেষে টহলদল হিজলা উপজেলা মেঘনা নদীর খালিশপুর এলাকা থেকে বিসিজি স্টেশন হিজলায় আসার সময় অপর একটি নৌকাযোগে ১০ সদস্যের একটি ডাকাতের দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে ৪টি রামদা ও দেশীয় অস্ত্রসহ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এ সময় কোস্ট গার্ড টহলদল ১০ জন ডাকাতকে ডাকাতিকালে হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয় এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি ইঞ্জিন চালিত কাঠের নৌকা, ৪টি দেশীয় রামদা, ২টি দেশীয় দা, ৭টি মোবাইল ফোন ও ১টি টর্চ জব্দ করে। পরে আটককৃত ১০ ডাকাতকে জব্দকৃত মালামালসহ হিজলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

নিঝুম দ্বীপ থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ ডাকাত আটক

গত ৫ আগস্ট ২০২১ স্টেশন কমান্ডার হাতিয়া লেঃ এ এস এম লুৎফর রহমান, (এক্স), বিএন, (পিনং ২৮৫৮) এর নেতৃত্বে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার মেঘনা নদীর নিঝুমদ্বীপ এলাকার ডুবাইর খাল সংলগ্ন মদিনা গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ইলিয়াস বাহিনীর প্রধান ইলিয়াস (৩৮) কে ১টি একনলা শর্টগান, ৩ রাউন্ড তাজা গোলা, ৩টি অবৈধ পাইরো টেকনিক, ২টি দেশীয় রামদা এবং ২টি দেশীয় দাসহ আটক করা হয়। আটককৃত ডাকাত এবং উদ্ধারকৃত দেশীয় অস্ত্র, গোলা, পাইরো টেকনিক, রামদা ও দা হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

নোয়াখালীর হাতিয়ায় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত আটক

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি স্টেশন হাতিয়া ৯ জুলাই ২০২১ ভোরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে কুখ্যাত ডাকাত আব্দুর রব বাহিনীর প্রধান আব্দুর রবসহ ৩ ডাকাত সদস্যকে আটক করেছে। এ সময় দেশীয় পিস্তল, দেশীয় অস্ত্র (একনলা পাইপগান ও দোনলা বন্দুক), রামদা, পাইরো টেকনিক ও তাজাগোলাসহ জব্দ করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার হাতিয়া লেঃ

বিসিজি দক্ষিণ জোনের বিসিজি স্টেশন হাতিয়া বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ডাকাত আব্দুর রব বাহিনীর প্রধান আব্দুর রবসহ ৩ ডাকাতকে আটক করে

এ এস এম লুৎফর রহমান নোয়াখালী হাতিয়া উপজেলার হার্নি ছানান্দি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড মেঘনা নদীর টাংকির খাল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা কোস্ট গার্ড সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে কোস্ট গার্ড সদস্যরা পাল্টা গুলি চালায় এবং তাদের ঘিরে ফেলে। এ সময় ডাকাত দলের প্রধান মো. আব্দুর রব (৫৫), আ. রহিম (৩০) এবং মো. ওবিনকে (২৪) ১টি দেশীয় পিস্তল, ১টি দেশীয় একনলা পাইপগান, ১টি দেশীয় দোনলা বন্দুক, ৫টি দেশীয় রামদা, ৪টি পাইরো টেকনিক ও ৪ রাউন্ড তাজা গোলাসহ আটক করা হয়। আব্দুর রব বাহিনীর প্রধান আব্দুর রব লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার ৯ নং চরগাজী ইউনিয়নের দক্ষিণ চর দরবেশ গ্রামের বাসিন্দা মৃত মো. শাহ আলমের ছেলে। আটককৃত ডাকাত ও জব্দকৃত অস্ত্র হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভোলার তেঁতুলিয়া অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ ২ ডাকাত আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৮ জুলাই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেইস ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার তেতুলিয়া নদীর গঙ্গাপুর লঞ্চঘাট এলাকায় কুখ্যাত ডাকাত মহসিন বাহিনীর আস্তানায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে কুখ্যাত ডাকাত মহসিন বাহিনীর অন্যতম দুই সক্রিয় ডাকাত সদস্য মো. হাসান (৫৫) এবং মো. রাকিবকে (২৫) ৩টি দেশীয় পিস্তল, ৪টি রামদা, ৫টি দেশীয় দা, ১টি দেশীয় কুড়াল, ৬টি টর্চ, ১টি বাইনোকুলার, ৩টি মোবাইল ও দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামাদি (১টি দেশীয় অস্ত্রের ব্যারেল, ২টি পাইপ, ১৯টি স্প্রিং, ১টি ফায়ারিং পিন, ১টি ড্রিল মেশিন, ২টি অ্যাডজাস্টেবলস, ৩টি হাতুড়ি, ২টি হ্যাকসো ব্লেড ও ৩টি করাত) এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ২টি ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকাসহ আটক করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে কুখ্যাত ডাকাত মহসিনসহ দলের অন্যান্য সদস্যরা পালিয়ে যায়। আটককৃত ডাকাতরা ভোলার দৌলুখান উপজেলার পশ্চিম জয়নগর এলাকার মৃত মো জালু রাঢ়ি এবং কুখ্যাত ডাকাত মহসিনের ছেলে। পরবর্তীতে ডাকাত সদস্যদের অস্ত্র এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য মালামালসহ বোরহানউদ্দিন থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী অভিযান

নাফ নদীতে অভিযানে ১ কেজি ক্রিস্টাল মেথ জব্দ

বিসিজি স্টেশন টেকনাফের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হকের নেতৃত্বে গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ টেকনাফ থানার শাহপুরী দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদীতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় পাশাপাশি দুটি বোটের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ বোঁ দুটিকে থামার জন্য সংকেত দেয়। বোঁ দুটি কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে থাকলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা বোঁ দুটিকে ধাওয়া করে। এ সময় পাচারকারী দল ১টি প্লাস্টিকের বস্তা বোঁ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে মিয়ানমার সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায়। পরে কোস্ট গার্ড সদস্যরা বস্তা তল্লাশি করে ৩ কোটি টাকা মূল্যের ১ কেজি ক্রিস্টাল মেথ (আইস) ও ৩০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করে। জব্দকৃত ক্রিস্টাল মেথ এবং ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দাকোপে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি আউট পোস্ট নলিয়ান খুলনার দাকোপ থানার নলিয়ান বেড়িবাঁধ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৪৯ পিস ইয়াবা ও গাঁজাসহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত মো. গোলাম রসুল (২৩) দাকোপের গুনারী গ্রামের কোরবান গাজীর ছেলে। পরে জব্দকৃত মাদক ও আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাকোপ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

কয়রায় ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন কয়রা ২৭ নভেম্বর ২০২১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনার কয়রা থানার ছোট আংটিহারা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৪০ পিস ইয়াবাসহ রাজ (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত রাজ কয়রার আটরা গ্রামের নূর মোহাম্মদ খার ছেলে। জব্দকৃত ইয়াবা ও আটককৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়রা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকনাফে জুতায় লুকিয়ে রাখা ইয়াবাসহ আটক ১

টেকনাফ থানার বড়ইনলী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ অভিনব কায়দায় জুতায় তলায় লুকিয়ে রাখা ১ হাজার ২৩০ পিস ইয়াবাসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিসিজি স্টেশন টেকনাফ। অভিযানে সন্দেহজনক একটি সিএনজি তল্লাশি করা হয়। এ সময় সিএনজিতে থাকা যাত্রী মো. ছাদেক (১৯) এর জুতায় লুকানো অবস্থায় ১ হাজার ২৩০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। আটককৃত ইয়াবা পাচারকারী টেকনাফের বড়ইনলী এলাকার মো. ইসমাইলের ছেলে। জব্দকৃত ইয়াবা এবং পাচারকারীকে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

শাহপরী দ্বীপ থেকে সাড়ে ৩ লাখ পিস ইয়াবা জব্দ

৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ মধ্যরাতে বিসিজি স্টেশন টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিম পাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সাড়ে ৩ লাখ পিস ইয়াবা জব্দ করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড জানতে পারে টেকনাফের শাহপরী দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ইয়াবা পাচার হবে। প্রাপ্ত

বিসিজি স্টেশন টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিম পাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সাড়ে ৩ লাখ পিস ইয়াবা জব্দ করেছে

সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিসিজি স্টেশন সেন্ট মার্টিনের সদস্যগণ অভিযান পরিচালনা করে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবাসহ ৮ জন ব্যক্তিকে আটক করে

সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার টেকনাফ লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হকের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় শাহপরীর দ্বীপ পশ্চিম পাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকায় বস্তাসহ তিনজন ব্যক্তিকে দেখতে পায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে বাঁশি এবং টর্চের মাধ্যমে তাদের থামার সংকেত দেওয়া হয়। পাচারকারীরা কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সাদা রঙের তিনটি বস্তা ফেলে অন্ধকারে সরু রাস্তা দিয়ে গ্রামের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ফেলে যাওয়া বস্তা তিনটি তল্লাশি করে ৩ লাখ ৫০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

ছেঁড়া দ্বীপ থেকে ইয়াবাসহ ৮ জন আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিসিজি স্টেশন সেন্ট মার্টিনের স্টেশন কমান্ডার লেঃ শাকিব মেহেবুবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় একটি নৌকার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ এটিকে থামার জন্য সংকেত দেয়। নৌকাটি কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে শুরু করলে ধাওয়া করে আটক করতে সক্ষম হয়। নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবাসহ ৮ জন ব্যক্তিকে আটক করে। জব্দকৃত ইয়াবা এবং আটককৃত ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকনাফের সাবরাং থেকে ইয়াবা উদ্ধার

টেকনাফ থানার সাবরাং ইউনিয়নের কাটাবুনিয়া সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচলনা করে বিসিজি স্টেশন টেকনাফ ২৮ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ মধ্যরাতে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার টেকনাফ লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হকের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় কাটাবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে একটি সুপারি বাগান সংলগ্ন এলাকায় বস্তাসহ একজন ব্যক্তিকে দেখতে পায় কোস্ট গার্ড। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাকে বাঁশি এবং টর্চের মাধ্যমে থামার সংকেত দেওয়া হয়। পাচারকারী কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে বস্তা ফেলে পালিয়ে যায়। ফেলে যাওয়া বস্তা তল্লাশি করে ২৮ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া কচুবনিয়া সংলগ্ন এলাকায় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ মধ্যরাতে একটি পান বাগানের পাশ দিয়ে শপিং ব্যাগ হাতে একজন ব্যক্তিকে হেঁটে যেতে দেখা যায়। গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাকে বাঁশি এবং টর্চের মাধ্যমে থামার সংকেত দেওয়া হয়। পাচারকারী কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে শপিং ব্যাগ ফেলে পান বাগানের ভিতরে পালিয়ে যায়। শপিং ব্যাগ তল্লাশি করে ৭ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ ভোরে টেকনাফের শাহপরী দ্বীপ জালিয়াপাড়া প্যারাবন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২৮ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করে বিসিজি স্টেশন টেকনাফ। অভিযানের সময় এক ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা বাঁশি ও টর্চের মাধ্যমে থামার সংকেত দিলে সাথে থাকা বস্তাটি ফেলে দিয়ে প্যারাবনের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরে বস্তাটি তল্লাশি করে ২৮ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

জব্দকৃত ইয়াবাসমূহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকনাফের কাটাবুনিয়া থেকে ৮৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ একজন আটক

বিসিজি স্টেশন টেকনাফ কর্তৃক টেকনাফ থানার সাবরাং ইউনিয়নের কাটাবুনিয়া সংলগ্ন এলাকায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ভোরে অভিযান পরিচালনা করে ৮৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ ১ পাচারকারীকে আটক করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার টেকনাফ লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় টেকনাফ থানার সাবরাং ইউনিয়নের কাটাবুনিয়া ঘাঁট সংলগ্ন এলাকায় ঝাউবন এর পাশ দিয়ে কালো রঙ এর ব্যাগসহ এক ব্যক্তিকে হেঁটে আসতে দেখা যায়। লোকটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড

বিসিজি স্টেশন টেকনাফ কর্তৃক টেকনাফ থানার সাবরাং ইউনিয়নে অভিযান পরিচালনা করে ৮৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ ১ পাচারকারীকে আটক করেছে

সদস্যরা তাকে থামার সংকেত দেয়। কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা ধাওয়া কওে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। এ সময় কাপড়ের ব্যাগটি তল্লাশি করে ৮৪ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। আটককৃত ব্যক্তি মো. আমিন (৫০) টেকনাফের সাবরাং কচুবুনিয়ার মৃত কাশেম আলীর ছেলে। আটককৃত ইয়াবা পাচারকারী এবং জব্দকৃত ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হাতিয়ায় মাদক ব্যবসায়ী আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিসিজি স্টেশন হাতিয়া গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার উছখালী বাজার সংলগ্ন হাতিয়া থানার উত্তর পাশে হাতিয়া পৌরসভার পিছনে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে ১৬৮ পিস ইয়াবা, ১০ গ্রাম গাঁজা, ইয়াবা সেবনের ফয়েল পেপার, নগদ ২ হাজার ২৫০ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী মো. জহির উদ্দিন (৪০) কে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী মো. জহির উদ্দিন (৪০) নোয়াখালী হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. জামাল উদ্দিনের ছেলে। পরে আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী, জব্দকৃত ইয়াবা, গাঁজা, ইয়াবা সেবনের ফুয়েল পেপার ও নগদ টাকা হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।

শাহপরী দ্বীপ থেকে চীনা সিগারেটসহ পাচারকারী আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৪ ডিসেম্বর ২০২১ টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপের সমুদ্র এলাকায় বিসিজি স্টেশন টেকনাফের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় একটি নৌকার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা নৌকাটিকে থামার জন্য সংকেত দেয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে নৌকাটি দ্রুত দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে শুরু করলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা ধাওয়া করে আটক করতে সক্ষম হন। পরে নৌকাটি তল্লাশি করে ১০ হাজার ৮৪০ প্যাকেট চীনা সিগারেটসহ ইয়ানপেং (৩০) নামের ১ জন চীনা নাগরিককে আটক করে। জব্দকৃত সিগারেট এবং আটককৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকনাফের মুন্ডারডিল থেকে ১ লাখ ৩৩ হাজার ইয়াবা জব্দ

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১০ নভেম্বর ২০২১ বিসিজি স্টেশন টেকনাফের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক এর নেতৃত্বে টেকনাফের মুন্ডারডিল এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় মুন্ডারডিল ঘাঁট এলাকায় দুইজন ব্যক্তিকে বস্তা কাঁধে রাস্তা পার হতে দেখা যায়। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে থামার জন্য সংকেত দেওয়া হয়। এ সময় কোস্ট গার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা সাদা রঙের দুটি প্লাস্টিকের বস্তা ফেলে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। বস্তা দুটি তল্লাশি করে ১ লাখ ৩৩ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ থেকে ১২ কেজি গাঁজা জব্দ

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২০ নভেম্বর ২০২১ সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ এলাকায় বিসিজি স্টেশন টেকনাফের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় রাতে একটি নৌকার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ থামার জন্য সংকেত দেন। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে শুরু করলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা নৌকাটিকে ধাওয়া করে। এ সময় ইয়াবা পাচারকারীদল ২টি সাদা রঙের প্লাস্টিকের বস্তা বোঁ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে মিয়ানমার সিমান্তের দিকে পালিয়ে যায়। বস্তাগুলো থেকে ১২ কেজি গাঁজা ও ৩৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করে কোস্ট গার্ড। জব্দকৃত গাঁজা ও ইয়াবা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট শাহপুরী টেকনাফের শাহপুরী দ্বীপের জালিয়াপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৪৬২ ক্যান বিয়ার জব্দ করে

পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ছেঁড়া দ্বীপ থেকে ৭ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা জব্দ

মিয়ানমার হতে ইয়াবার একটি বড় চালান সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলকা দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করবে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১২ নভেম্বর ২০২১ বিসিজি স্টেশন টেকনাফের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় একটি সময় গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ নৌকাটিকে থামার জন্য সংকেত দেয়। নৌকাটি কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে শুরু করলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা এটিকে ধাওয়া করে। এ সময় ইয়াবা পাচারকারীদল ৪টি বাদামি রঙের প্লাস্টিকের বস্তা বোঁ থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে মিয়ানমার সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায়। কোস্ট গার্ড সদস্যগণ বস্তাগুলো থেকে ৭ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করে। জব্দকৃত ইয়াবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকনাফের শাহপুরীতে বিয়ার জব্দ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট শাহপুরী টেকনাফের শাহপুরী দ্বীপের জালিয়াপাড়া এলাকায় ১৪ জুলাই ২০২১ মধ্যরাতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৪৬২ ক্যান (আন্দামান গোল্ড ও জাস্টাস) বিয়ার জব্দ করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় জালিয়াপাড়া এলাকায় ৩ জন লোকের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড তাদের থামতে বলে। এ সময় পাচারকারীরা কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ঝাউবনের ভিতরে পালিয়ে যায়। ঝাউবনে তল্লাশি করে ৫টি প্লাস্টিকের বস্তায় ৪৬২ ক্যান (আন্দামান গোল্ড ও জাস্টাস) বিয়ার জব্দ করা হয়। জব্দকৃত বিয়ার পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

হাতিয়ায় ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

গত ২৭ অক্টোবর ২০২১ স্টেশন কমান্ডার হাতিয়া (দায়িত্বপ্রাপ্ত) এম ইছহাক আলী, এমসিপিও (এক্স), (সিডি) এর নেতৃত্বে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার সূর্যমুখী খাল সংলগ্ন বুড়ির চর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় ইয়াবা ব্যবসায়ী মো. আরিফকে (২৬) ১৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। আটককৃত ইয়াবা ব্যবসায়ী নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার বুড়ির চর ১ নং ওয়ার্ড এলাকার মো. আবুল হাশেমের ছেলে। আটককৃত ইয়াবা এবং মাদক ব্যবসায়ীকে হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ লাখ ৭৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে বিসিজি স্টেশন সেন্ট মার্টিন

মোংলায় গাঁজাসহ ১ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন কয়রা গত ২২ নভেম্বর ২০২১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনার কয়রা থানার গোলখালী এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৮৫০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে আটক করেছে। আটককৃত মো. রুহুল আমিন ঢালী (৩০) কয়রার ২ নং কয়রা গ্রামের মো. মনসুর ঢালীর ছেলে। জব্দকৃত গাঁজা ও আটককৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়রা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ থেকে ১ লাখ ৭৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩ অক্টোবর ২০২১ টেকনাফ থানার সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড। সমুদ্রপথে মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার হবে এমন তথ্যের ভিত্তিতে বিসিজি স্টেশন সেন্ট মার্টিন স্টেশন কমান্ডার লেঃ এম তারেক আহমেদ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় একটি ইঞ্জিন চালিত কাঠের নৌকা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করতে দেখা যায়। নৌকাটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে টর্চ এবং বাঁশির মাধ্যমে থামার সংকেত দেওয়া হয়। কোস্ট গার্ড সদস্যরা নৌকাটিকে ধাওয়া করলে নৌকা থেকে হলুদ রঙের দুটি প্লাস্টিকের বস্তা সাগরে ফেলে দিয়ে দ্রুত মিয়ানমার জলসীমানায় প্রবেশ করে। বস্তা দুটি তল্লাশি করে ১ লাখ ৭৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

টেকনাফে মেরিন ড্রাইভ থেকে প্রায় আড়াই লাখ ইয়াবা জব্দ

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশন ২৭ আগস্ট ২০২১ টেকনাফ থানার হাবিরছড়া মেরিন ড্রাইভ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৪৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার টেকনাফ লেঃ কমান্ডার এম নাঈম উল হক এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় ওই এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তিকে কাঁধে ব্যাগ বহন করে আসতে দেখা যায়। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড তাদেরকে টর্চ লাইট ও বাঁশি দিয়ে থামার নির্দেশ দেয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে কাঁধের ব্যাগ ফেলে তারা ঝাউ বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। এ সময় ধাওয়া করেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে তাদের ফেলে যাওয়া ব্যাগ তল্লাশি চালিয়ে ২ লাখ ৪৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেন্ট মার্টিনে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১৪ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

টেকনাফ থানার সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্রপথে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার হবে এমন তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৯ আগস্ট ২০২১ সেন্ট মার্টিন স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমান্ডার মীর ইমরানুর রশীদ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিয়ানের সময় মিয়ানমার সীমানা থেকে ১টি কাঠের নৌকা বাংলাদেশ সীমানায় আসতে দেখা যায়। নৌকাটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা নৌকাটি থামার সংকেত দিলে দিক পরিবর্তন করে মিয়ানমার সীমানার দিকে ফিরে যেতে শুরু করে। কোস্ট গার্ড সদস্যরা ধাওয়া করলে এক পর্যায়ে তারা একটি কালো রঙের পলিথিন ব্যাগ পানিতে ফেলে দিয়ে দ্রুত মিয়ানমার সীমান্তে প্রবেশ করে। কালো পলিথিনে মোড়ানো ব্যাগটি উদ্ধার ও তল্লাশি করে ১৪ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেন্ট মার্টিনে ৩২ হাজার ইয়াবাসহ আটক ১

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৩ অক্টোবর ২০২১ টেকনাফ থানার সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণপাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড। সমুদ্রপথে সেন্ট মার্টিন থেকে টেকনাফের উদ্দেশে ইয়াবা পাচার হবে এমন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন কমান্ডার লেঃ এম তারেক আহমেদ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ পাড়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা তাকে একটি ব্যাগসহ আটক করে। ব্যাগটি তল্লাশি করে ৩২ হাজার পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। জব্দকৃত ইয়াবা ও আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে পৃথক আরেকটি অভিযানে লেঃ এম তারেক আহমেদ ২৮ অক্টোবর সেন্ট মার্টিনের দক্ষিণ পাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪৯ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা জব্দ করেন। জব্দকৃত ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকনাফের কাটাবুনিয়া থেকে ৪২ হাজার ইয়াবা জব্দ

টেকনাফ থানার সাবরাং কাঁটাবুনিয়া কালা মেম্বারের চর সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্রপথে মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার হবে এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি স্টেশন টেকনাফের স্টেশন কমান্ডার লেঃ কমাঃ এম নাঈম উল হক একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় কাঁটবুনিয়া কালা মেম্বারের চর সাগরপাড় সংলগ্ন এলাকায় একটি ইঞ্জিনচালিত কাঠের নৌকা সমুদ্রের কিনারায় ভেড়নোর সময় সন্দেহজনক মনে হলে টর্চ এবং বাঁশির মাধ্যমে থামার সংকেত দেওয়া হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি জানতে পেরে কাঠের নৌকা থেকে সাদা রঙের একটি প্লাস্টিকের বস্তা সাগরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় চোরাকারবারিরা। পরে

টেকনাফ থানার হাবিরছড়া মেরিন ড্রাইভ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৪৫ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশন

বিসিজি স্টেশন পাগলা কর্তৃক অপারেশন পরিচালনা করে অবৈধ শাড়ি উদ্ধার করা হয়

বস্তায় তল্লাশি করে ৪২ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

টেকনাফের জালিয়াপাড়া থেকে ইয়াবাসহ ১ পাচারকারী আটক

টেকনাফ থানার দক্ষিণ জালিয়াপাড়া এলাকায় একটি বাড়িতে বিক্রির উদ্দেশ্যে ইয়াবা মজুদ করে রাখা আছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১২ আগস্ট ২০২১ স্টেশন কমান্ডার টেকনাফ লেঃ কমাঃ এম নাঈম উল হকের নেতৃত্বে ওই এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ঘরের বাথরুমের সিলিংয়ের ভেতর মজুদ করে রাখা ২ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবাসহ মো. আব্দুস শুক্কুর (৪৫) নামের ১ ইয়াবা পাচারকারীকে আটক করা হয়। জব্দকৃত ইয়াবা ও ইয়াবা পাচারকারীকে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অবৈধ্য পণ্য উদ্ধার ও চোরাচালান রোধ অভিযান

মোংলায় ২টি নৌকাসহ ১ চোরাকারবারি আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৭ নভেম্বর ২০২১ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি বেইস মোংলার একটি টহল দল বাগেরহাটের মোংলা থানার কানাইনগর পশুর নদী এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৩৫০ কেজি ওজনের ২৩টি (প্রতিটি ২০ ফুট) এসএস পাইপ ও ২টি কাঠের নৌকাসহ ১ জন চোরাকারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয় কোস্ট গার্ড। জব্দকৃত পাইপের বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লাখ টাকা। পরে জব্দকৃত মালামাল এবং আটককৃত চোরাকারবারিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে ভারতীয় অবৈধ শাড়িসহ আটক ৮

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ সকালে বিসিজি স্টেশন সাঙ্গু চট্টগ্রাম বহির্নোঙর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় ইঞ্জিনচালিত একটি কাঠের নৌকার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ নৌকাটিকে থামার সংকেত দেয়। নৌকাটি কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে শুরু করলে কোস্ট গার্ড সদস্যরা ধাওয়া করে নৌকাটিকে ধরতে সক্ষম হন। নৌকাটি তল্লাশি করে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা ৭ হাজার ৪৭৮ পিস শাড়ি, ৮৮০ পিস লেহেঙ্গা জব্দ এবং ২ জন ভারতীয় নাগরিকসহ ৮ পাচারকারীকে আটক করে। জব্দকৃত অবৈধ শাড়ি এবং আটককৃত পাচারকারীদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভোলার তুলাতুলি লঞ্চঘাট থেকে ৮ কোটি টাকা মূল্যের চোরাই শাড়িসহ আটক ৫

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত ২১ নভেম্বর ২০২১ দুপুরে ভোলা জেলার সদর উপজেলার মেঘনা নদীর তুলাতুলি লঞ্চ ঘাট এলাকায় দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেইস ভোলা একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আসা প্রায় ৮ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ বিদেশি ১৫ হাজার ৩৬৭ পিস শাড়ি, ১ হাজার ২২ পিস থি-পিস, ৯৪৫ পিস লেহেঙ্গা, ৫ হাজার ৭৯২ পিস শাল, ১ হাজার ৪০০ পিস ওড়নাসহ ৫ জন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন মো. নুর ইসলাম (৩৬), মো. আসাদুজ্জামান (৩৮), মো. রফিকুল ইসলাম (৩০), মো. শহীদ শেখ (৪০) ও মো. লিটন (৩৬)। আটককৃত চোরাকারবারি এবং জব্দকৃত কাপড়সমূহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভোলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মোংলায় কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ বিদেশী কাপড় জব্দ

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৬ নভেম্বর দুপুর থেকে ১৭ নভেম্বর ২০২১ দুপুর পর্যন্ত বাগেরহাটের মোংলা থানার হলদিবুনিয়া খাল সংলগ্ন এলাকায় কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি বেইস মোংলা ও বিসিজি আউটপোস্ট নলিয়ান যৌথভাবে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রপথে আসা প্রায় ১ কোটি ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ৮৩৩টি অবৈধ বিদেশি শাড়ি, ৫৯টি লেহেঙ্গা এবং ১০০টি চাদর জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারি দল সুন্দরবনের ভিতরে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে উদ্ধারকৃত মালামাল পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী রক্ষা অভিযান

মোংলায় ৫৫টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপসহ আটক ১

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৮ ডিসেম্বর ২০২১ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি বেইস মোংলার একটি টহল দল বাগেরহাটের মোংলার দিগরাজ বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৫৫টি বিলুপ্ত প্রায় মিঠাপানির সুন্ধি প্রজাতির কচ্ছপসহ ১ জনকে আটক করেছে। আটককৃত ব্যক্তির নাম মো. তৌহিদ সরদার (৩০)। জব্দকৃত কচ্ছপ এবং আটককৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খুলনা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

খুলনার কয়রায় হরিণের মাংসসহ এক শিকারি আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ডের পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন কয়রার একটি টহল দল ৭ নভেম্বর খুলনার কয়রা থানার পাতাখালী এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ১৬ কেজি ৫০০ গ্রাম হরিণের মাংস, ১টি হরিণের মাথাসহ ১ জন হরিণ শিকারিকে আটক করেছে। আটককৃত ব্যক্তি মো. ইস্রাফিল (৪০) পাতাখালী এলাকার বাবু মোল্লার ছেলে। জব্দকৃত হরিণের মাংস, মাথা এবং আটককৃত হরিণ শিকারিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা

বিসিজি স্টেশন সাঙ্গু চট্টগ্রাম বহির্নোঙর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ শাড়ি ও লেহেঙ্গা এবং ২ জন ভারতীয় নাগরিকসহ ৮ পাচারকারীকে আটক করে

বিরল প্রজাতির ২টি তক্ষকসহ একজন চোরাকারবারিকে আটক করে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট নলিয়ান

গ্রহণের জন্য বজবজা ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কয়রায় হরিণের মাংসসহ ১ শিকারি আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৭ নভেম্বর ২০২১ খুলনার কয়রা থানার জোড় সিং বাজার সংলগ্ন বেড়িবাঁধ এলাকায় কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন কয়রা একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৫ কেজি ৫০০ গ্রাম হরিণের মাংসসহ ১ জন হরিণ শিকারিকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তির মো. এনামুল হোসেন (২৬) কয়রার গোবিন্দপুর গ্রামের তৈমুর রহমান গাজীর ছেলে। পরে জব্দকৃত হরিণের মাংস এবং আটককৃত ব্যক্তিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বজবজা ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

খুলনায় বিরল প্রজাতির ২টি তক্ষকসহ আটক ১

কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট নলিয়ান ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ মধ্যরাতে খুলনা দাকোপ থানার ৫ নং সুতারখালী ইউনিয়নের গুনারী গ্রামের মিস্ত্রিপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিরল প্রজাতির ২টি তক্ষকসহ একজন চোরাকারবারিকে আটক করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে তক্ষক ২টি উদ্ধার করা হয়। তক্ষক দুটির মধ্যে একটির ওজন ৩৬৫ গ্রাম ও দৈর্ঘ্য ১৬ ইঞ্চি এবং অপরটির ওজন ৩৫৫ গ্রাম ও দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি। আটককৃত চোরাকারবারি মৃত্যুঞ্জয় মিস্ত্রি (৪৭) খুলনা দাকোপ থানার গুনারী গ্রামের অরবিন্দু মিস্ত্রির ছেলে। উদ্ধারকৃত তক্ষক ও আটককৃত ব্যক্তিকে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নলিয়ান ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়।

বরগুনার পাথরঘাটা থেকে ৭টি হরিণের চামড়া ও ১০ কেজি মাংস জব্দ

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৪ নভেম্বর ২০২১ রাতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি স্টেশন পাথরঘাটা বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার চরলাঠিমারা হরিণঘাটা খাল সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৭টি হরিণের চামড়া ও ১০ কেজি মাংস জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। জব্দকৃত হরিণের মাংস ও চামড়া বনবিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে ৫৪টি কচ্ছপসহ ২ জন আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত০৬ অক্টোবর ২০২১ রাতে বিসিজি সিকিউরিটি স্টেশন আন্দারমানিক ও বিসিজি স্টেশন নিজামপুর পটুয়াখালী কলাপাড়া উপজেলার খেপুপাড়া লঞ্চ ঘাট সংলগ্ন কাপট্টি (উকিল পট্টি) এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় এ এলাকা থেকে ৫৪টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ ও ১টি বাঁন মোবাইল সেটসহ তোতা আকন (৪৮) ও তার ছেলে মো. রুবেল (২৬) নামক ২ জনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা পটুয়াখালী কলাপাড়া উপজেলার কলাপাড়া পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পরে তাদের বন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বরিশালে ছয় কোটি টাকা মূল্যের তক্ষকসহ পাচারকারী আটক

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি স্টেশন বরিশাল একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বন্য প্রাণী পাচারের অভিযোগে বরিশাল সদর থানার কালিজিরা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে মো. বাবুল হাওলাদারকে (৫০) ৩টি তক্ষকসহ আটক করা হয়। আকারভেদে তক্ষক তিনটির আনুমানিক মূল্য ছয় কোটি। আটককৃত তক্ষক পাচারকারী পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার ঘোপেরখাল গ্রামের মৃত আব্দুল হালিম হাওলাদারের ছেলে। জব্দকৃত তক্ষক তিনটি বনে অবমুক্ত করার উদ্দেশ্যে বন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং আটককৃত পাচারকারীকে বরিশাল সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মোংলায় ৭৩টি কচ্ছপসহ ১ চোরাকারবারি আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৬ জুলাই ২০২১ কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি বেইস মোংলার একটি টহল দল বাগেরহাটের মোংলা থানার আপাবাড়ি-দিগরাজ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ৭৩টি বিলুপ্ত প্রায় মিঠা পানির সুন্ধি প্রজাতির কচ্ছপসহ ১ জন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তির নাম মনোজ রায় (৩০), বাগেরহাটের মোংলা থাকার দিগরাজ গ্রামের মঙ্গল চন্দ্র রায়েল ছেলে। জব্দকৃত কচ্ছপ এবং চোরাকারবারিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে চোরাকারবারিকে জরিমানা করা হয়েছে এবং বিরল প্রজাতির কচ্ছপসমূহ বাগেরহাট হজরত খানজাহান আলীর (রঃ) দিঘিতে অবমুক্ত করা হয়েছে। আটককৃত চোরকারবারির মত কিছু অসাধু ব্যক্তিরা তাদের নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্নভাবে এ সকল অবৈধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যার কারণে জীববৈচিত্র্যের বিভিন্ন প্রাণিজ সম্পদ বিলুপ্তির মুখোমুখি।

কয়রায় ১০ কেজি হরিণের মাংসসহ ১ জন শিকারি আটক

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন কয়রা এর একটি টহল দল গত ২ আগস্ট ২০২১ খুলনার কয়রা থানার ঘড়িলাল এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে করে। এ সময় ৯ কেজি ৯০০ গ্রাম হরিণের মাংসসহ ১ জন হরিণ শিকারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। আটককৃত ব্যক্তি সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার ১০নং লক্ষ্মীখোলা গ্রামের মুসা ঢালীল ছেলে মো. আল-আমিন হোসেন (২১)। জব্দকৃত অবৈধ হরিণের মাংস এবং আটককৃত হরিণ শিকারিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোবাদক ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিসিজি স্টেশন কয়রা খুলনার কয়রা থানার জোড় সিং বাজার সংলগ্ন বেড়িবাঁধ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে হরিণের মাংসসহ ১ জন হরিণ শিকারিকে আটক করে

বিসিজি বেইস ভোলার আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

আন্তঃজোন ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আন্তঃজোন ও বেইস ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পশ্চিম জোনের জোনাল কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিসিজি বেইস মোংলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। রানার্স আপ হয়েছে বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় পিএফটি

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা (পিএফটি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার সকল নাবিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পিএফটি মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন লে. কমান্ডার এস এম মামুন-উল-ইসলাম (এল) বিএন ও সার্জন লে. শাইখ রিজভী খাঁন, এএমসি।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় আন্তঃডিভিশন ভলিবল প্রতিযোগিতা

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় বিজয় দিবস আন্তঃডিভিশন ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বেইসের কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত) ক্যাপ্টেন শাহজাহান সিরাজ, (জি), পিএসসি, বিএন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন এম আব্দুস সামাদ, (এন), পিএসসি, বিএন ও নির্বাহী কর্মকর্তা (অস্থায়ী) লে. কমান্ডার এম এম বি ফাহিম, (সি), বিএন)।

পূর্ব জোন আন্তঃবেস ভলিবল ও ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতা

বিসিজি বেইস চট্টগ্রামের ভলিবল গ্রাউন্ডে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন আন্তঃবেইস-জাহাজ ভলিবল ও ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতা-২০২১ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পূর্ব জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন কাজী শাহ্ আলম, (সি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন, বিসিজি বেইস চট্টগ্রামের অধিনায়ক এবং বেইসের বসবাসকারী সকল অফিসার, জেসিও'স, পিও'স, নাবিকগণ এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিসিজি বেইস চট্টগ্রামের শিপস্ কোম্পানি বিনোদন কক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা গত ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পূর্ব জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন কাজী শাহ্ আলম, (সি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন, বিসিজি বেইস চট্টগ্রামের অধিনায়ক এবং বেইসের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল অফিসার, জেসিও'স, পিও'স, নাবিকগণ এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস ভোলায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি বেইস ভোলায় মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের সকল কর্মকর্তা ও নাবিক এবং অসামরিক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আন্তঃজোন ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগিদের মাঝে পশ্চিম জোনের জোনাল কমান্ডার

মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে ডুবে যাওয়া লাইটার ভেসেল 'ফারদিন-১' এর উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

পশুর চ্যানেলে জাহাজডুবিতে উদ্ধার অভিযান

মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের হারবারিয়া ৯ নং বয়ায় কাছে গত ১৫ নভেম্বর ২০২১ রাত সাড়ে নয়টায় ৭ জন ক্রুসহ লাইটার ভেসেল ফারদিন-১ ডুবে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই কোস্ট গার্ড বেস মোংলা ও হারবারিয়া স্টেশনের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এ সময় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জাহাজ সোনার বাংলাও উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। অভিযানে নিখোঁজ ৫ জনের মধ্যে জনের মরদেহ কোস্ট গার্ড সদস্যরা উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

বঙ্গোপসাগরে ডুবতে থাকা নৌকা থেকে ১১ জেলেকে জীবিত উদ্ধার

এফভি জিহাদ নামের একটি মাছ ধরার নৌকা গত ২৭ জুলাই ২০২১ ভোলার মনপুরা থেকে ১১ জন জেলে নিয়ে মাছ ধরতে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। ওইদিন রাতে নৌকাটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এরপর এটি সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানার সারিকাইত চৌকাতলী থেকে ৩ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে ডুবতে থাকে। এ সময় সমুদ্রে থাকা অপর একটি মাছ ধরার নৌকা বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইতে দুর্ঘটনার খবর জানায়। খবর পাওয়ার সাথে সাথে বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইত দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ১১ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত জেলেদের বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইতে নিয়ে আসা হয়। এখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং খাবার সরবরাহ করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত জেলেদের নৌকার মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগর থেকে দুই দফায় ৩০ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার

মাছ ধরার উদ্দেশে একটি নৌকা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার মাইনুদ্দিন ঘাট থেকে ১৫ জন জেলেসহ গত ১০ আগস্ট ২০২১ বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। ঐদিনই মাছ ধরার সময় হাতিয়ার নতুন চ্যানেল থেকে আনুমানিক ১০ নটিক্যাল মাইল দূরে নৌকাটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। ইঞ্জিন বিকল হয়ে নৌকাটি টানা দুদিন ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ চ্যানেল থেকে ৭ নটিক্যাল মাইল দূরে নেটওয়ার্কের আওতায় আসলে ১২ আগস্ট জেলেরা কোস্ট গার্ড স্টেশন ভাসানচরকে জানায়। তথ্য পাওয়া মাত্র পূর্ব জোনের স্টাফ অফিসারের (অপারেশন্স) নির্দেশ অনুযায়ী একটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং ১৫ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত জেলেদের বোটের মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। পৃথক আরেকটি ঘটনায়, মাছ ধরার উদ্দেশে এফভি সুরমা-১ নামের একটি মাছ ধরার নৌকা গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ নোয়াখালীর হাতিয়া থানার চেয়ারম্যান ঘাঁট থেকে ১৫ জন জেলে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড এলাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে আনুমানিক ১৫ নটিক্যাল মাইল দূরে ইঞ্জিন বিকল সাগরে ভাসতে থাকে। তিনদিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর নৌকাটি ভাসতে ভাসতে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আসলে কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন জানতে পেরে স্টাফ অফিসারের (অপারেশন্স) নির্দেশ অনুযায়ী কোস্ট গার্ড স্টেশন ভাসানচরের একটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়

বঙ্গোপসাগরে বোটের ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসমান অবস্থায় দুই দফায় ৩০ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

এবং ১৫ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত জেলেদের বোটের মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

তজুমুদ্দিনের ১৪ জেলেকে জীবিত উদ্ধার

এফভি রাজিয়া-২ নামের একটি ফিশিং বোট ভোলার তজুমুদ্দিন উপজেলার মহেশখালী ঘাট থেকে ১৪ জন জেলে নিয়ে গত ২৫ জুলাই ২০২১ মাছ ধরতে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। হাতিয়ার নতুন চ্যানেল থেকে ৫ নটিক্যাল মাইল ডাউনে এসে ফিশিং বোটটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। দুদিন ধরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে নৌকাটি সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ থানার সারিকাইতের চৌকাতলী চ্যানেল থেকে ৫ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে মোবাইল নেটওয়ার্কের মধ্যে আসলে তারা ঘটনাটি বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইতকে জানায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইত দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চালিয়ে ১৪ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ফকিরহাট এলাকা থেকে ৭ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন সাঙ্গু

ডাকাতের হাত থেকে ৬ জেলেকে উদ্ধার

মাছ ধরতে কক্সবাজার জেলেপল্লি থেকে হাজি আনোয়ার-১ এবং মায়ের দোয়া নামের দুটি নৌকা গত ৫ আগস্ট ২০২১ সমুদ্রে যায়। ৬ আগস্ট সকালে কক্সবাজার সমুদ্র এলাকায় মাছ ধরার সময় ১৮ জন ডাকাত হাজি আনোয়ার-১ এবং মায়ের দোয়া নৌকায় আকস্মিক আক্রমণ করে। নৌকা দুটি থেকে ২২ জন জেলের মধ্যে ৬ জনকে ডাকাতরা অপহরণ করে ইনানী এবং বাহারছড়ার মাঝামাঝি স্থানে একটি নৌকায় আটকে রাখে। পরে অপহরণকৃত জেলেদের পরিবারদের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। অপহরণকৃত জেলেদের পরিবার কোস্ট গার্ডকে ঘটনাটি জানালে তারা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপের কাছাকাছি অভিযান চালায়। কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের কর্মকর্তা লে. কমান্ডার শেখ মাহমুদ হাসানের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়েছে। কোস্ট গার্ডের অভিযানের খবর পেয়ে ডাকাতরা অপহৃত জেলেদের সোনাদিয়া দ্বীপে রেখে পালিয়ে যায়।

বিসিজি বেইস শ্যামল বাংলা কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে ১৫ ডাকাতকে আটক করা হয়

আনোয়ারা থেকে চরফ্যাশনের ৭ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন সাঙ্গু চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ফকিরহাট এলাকা থেকে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ ৭ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে। এর আগে ২৫ ডিসেম্বর এফভি ফয়জুন্নেসা নামের মাছ ধরার নৌকাটি ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার মাইনউদ্দিন ঘাঁট থেকে ১৭ জন জেলে নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশে যায়। ২৭ ডিসেম্বর কক্সবাজার থেকে পশ্চিম-দক্ষিণে আনুমানিক ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে সশস্ত্র ডাকাত দল নৌকাটিতে আক্রমণ করে। এ সময় ডাকাত দল ১০ জন জেলেসহ নৌকাটি নিয়ে চলে যায় এবং ৭ জন জেলেকে অন্য একটি নৌকায় তুলে দেয়। ছেড়ে দেওয়া জেলেদের জীবিত উদ্ধার করে বিসিজি স্টেশন সাঙ্গুতে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করা হয়। উদ্ধারকৃত জেলেদের মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোনাদিয়া থেকে ৭ জেলেকে উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজার সোনাদিয়া থেকে আনুমানিক ১০ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর থেকে গত ২৭ ডিসেম্বর

২০২১ ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়া এফভি মায়ের দোয়া সালমা নামক একটি মাছ ধরার নৌকা থেকে ৭ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে। এর আগে ২১ ডিসেম্বর নৌকাটি কক্সবাজার থেকে ৭ জন জেলে নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। ২৬ ডিসেম্বর ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় নৌকাটি সমুদ্রে ভাসতে থাকে। এক পর্যায়ে ভাসমান নৌকা থেকে মাঝিরা কোস্ট গার্ডের সাথে যোগাযোগ করে সহায়তা চাইলে বিসিজি স্টেশন কক্সবাজার থেকে একটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ৭ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেদের বিসিজি স্টেশন কক্সবাজারে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত জেলে এবং নৌকাটি মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

সুগন্ধা নদীতে লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার অভিযান

ঢাকা থেকে বরগুনাগামী অভিযান-১০ যাত্রীবাহী লঞ্চে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ পটুয়াখালীর ঝালকাঠি থানা এলাকার সুগন্ধা নদীতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বরিশাল স্টেশন থেকে উদ্ধারকারী দল ও ডুবুরি দল দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এ দুর্ঘটনায় মোট ৪৭টি লাশ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দলগুলো। এর বেশির ভাগই করেছে কোস্ট গার্ড।

মেঘনায় ডুবে যাওয়া ট্রলার থেকে ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার

ভোলার দক্ষিণ আইচা থানার মেঘনা নদীর চর পাতিলা এলাকায় যাত্রী ও মালামালবাহী ১টি ইঞ্জিনচালিত কাঠের ট্রলার গত ১৭ অক্টোবর বৈরী আবহাওয়া ও ঝড়ের কবলে পড়ে ৯ জন যাত্রীসহ ডুবে যায়। খবর পেয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের বিসিজি আউটপোস্ট চরমানিকা বিশেষ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ডুবে যাওয়া ট্রলার থেকে ৬জনকে জীবিত এবং একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করতে পেরেছে। উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং শিশুর মরদেহটি তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। একই ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের লাশ ১৯ ও ২০ অক্টোবর উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড।

সন্দীপ থেকে ১১ জেলেকে জীবিত উদ্ধার

এফভি জিহাদ নামের একটি মাছ ধরার নৌকা গত ২৭ জুলাই ২০২১ ভোলার মনপুরা থেকে ১১ জন জেলে নিয়ে মাছ ধরতে বঙ্গোপসাগরের যায়। ঐদিন রাতে নৌকাটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এরপর নৌকাটি সাগরে ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামের সন্দীপ থানার সারিকাইত চৌকাতলী থেকে ৩ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে ডুবতে থাকলে সমুদ্রে থাকা অপর একটি নৌকা বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইতে ঘটনাটি জানায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিসিজি আউটপোস্ট সারিকাইত দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ১১ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ছাড়া একই দিনে বাহারছড়ার দক্ষিণ শাপলাপুর ঘাট থেকে ৬ জন জেলে একটি মাছ ধরার নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যায়। বৈরী আবহাওয়ার কারণে নৌকাটি পুনরায় ঘাটে ফেরার সময় শাপলাপুর ঘাটের কাছাকাছি স্থানে ঢেউয়ের কবলে পড়ে ৬ জেলেসহ ডুবে যায়। এদের মধ্যে ৫ জন জেলে তীরে আসতে সক্ষম হলেও জুবায়ের (২৭) নামের এক জেলে সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ে হারিয়ে যায়। নিখোঁজ জেলেকে স্থানীয়রা খুঁজে না পাওয়ায় বিসিজি আউটপোস্ট বাহারছড়াকে ঘটনাটি জানায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিসিজি আউটপোস্ট বাহারছড়া ইনানী সংলগ্ন ইমাম উদ্দিন চর থেকে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

কক্সবাজারের ১৩ জেলেকে জীবিত উদ্ধার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন কক্সবাজার গত ২৩ আগস্ট ২০২১ কক্সবাজারের লাবণী সমুদ্রসৈকত থেকে ১০ নটিক্যাল মাইল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর থেকে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়া এফ বি মা মনি নামের একটি মাছ ধরার নৌকা থেকে ১৩ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে। নৌকাটি কক্সবাজারের ৬ নং ঘাট থেকে ১৩ জন জেলে নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশে গিয়েছিল। সমুদ্রে যাওয়ার পর ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকে নৌকাটি। এক পর্যায়ে ভাসতে ভাসতে গভীরে সমুদ্রে যাওয়ার পথে নৌকায় থাকা মাঝিরা ঘটনাটি বিসিজি স্টেশন কক্সবাজারকে জানায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিসিজি স্টেশন কক্সবাজার দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ১৩ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। উদ্ধারকৃত জেলেদের বিসিজি স্টেশন কক্সবাজারে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার সরবরাহ করা হয়। পরে জেলেদের তাদের পরিবারের নিকট এবং নৌকাটি মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

সুন্দরবনে লাইটার জাহাজ থেকে ১০ জন নাবিককে জীবিত উদ্ধার

বিসিজি আউটপোস্ট দূবলার চর ৯ অক্টোবর ২০২১ সুন্দরবনের জেফোর্ড পয়েন্ট থেকে ডুবে যাওয়া 'এম ভি বিউটি অব লোহাগড়া-২' লাইটার জাহাজ থেকে ১০ জন নাবিককে জীবিত উদ্ধার করেছে। লাইটার জাহাজটি ৮ অক্টোবর বিকালে ফেয়ারওয়ে বয়া থেকে পাথর বোঝাই করে খুলনার উদ্দেশে রওনা দেয়। রাতে জেফোর্ড পয়েন্ট থেকে ২ নটিকাল মাইল দূরে জাহাজটির তলদেশ ছিদ্র হয়ে পানি উঠতে শুরু করলে তারা কোস্ট গার্ডকে জানায়। তথ্যের ভিত্তিতে বিসিজি আউটপোস্ট দূবলার চরের সদস্যরা দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং জাহাজটির ১০ জন নাবিককে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরে তাদের দূবলার চরে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সুগন্ধা নদীতে যাত্রীবাহী 'অভিযান-১০' লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

নতুন নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘ

কোস্ট গার্ডের সদস্যদের মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বৃহত্তর আঙ্গিকে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘ। এটি একটি কল্যাণধর্মী, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সেবাই ধর্ম মূলমন্ত্রে দীক্ষিত ও নিবেদিত এই সংঘের ১৩তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২৩ আগস্ট ২০২১ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বেগম মুসলিমা চৌধুরী।

বেগম মুসলিমা চৌধুরী ১৯৭৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহে অবস্থিত বারইহাটি স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকার লালমাটিয়া সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও বিএ (পাস) শিক্ষা সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি একজন গৃহিণী।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিসিজি লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বেগম মুসলিমা চৌধুরী চেয়ারম্যান খুলনা বিএনএফডব্লিউএ ও খুলনা লেডিসক্লাব সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেছেন।

বেগম মুসলিমা চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং এক কন্যাসন্তানের গর্বিত জননী। তিনি বই পড়তে, গান শুনতে ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। অবসর সময়ে সমাজে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে তিনি পছন্দ করেন।

বিসিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ

বিসিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোনের নবাগত চেয়ারম্যান জিনাত মোসায়েদ ২২ ডিসেম্বর ২০২১ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ সময় তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করেন বিসিজি লেডিস ক্লাব মোংলার সচিব ও বিসিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। পরে নবাগত চেয়ারম্যান জিনাত মোসায়েদ কেক কাটার অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সময় জোনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই দিন পশ্চিম জোনের জোনাল কমান্ডারের পক্ষ থেকে বিসিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোনের নবাগত চেয়ারম্যান জিনাত মোসায়েদকে উপহার তুলে দেওয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেশ গঠনের শপথ গ্রহণ

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের প্যারেড গ্রাউন্ডে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের শপথ গ্রহণ করেন বিসিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোনের সকল সদস্য। এ সময় তারা দেশ গঠনে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পশ্চিম জোনে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা

সিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোন মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পরে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সিজিএফডব্লিউএ সচিব, বিসিজি লেডিস ক্লাবের সচিব ও কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ।

সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্টের পূর্ব জোন সফর

সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মুসলিমা চৌধুরী গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ পূর্ব জোন সফর করেন। এ সফরে তিনি সিজিএফডব্লিউএ'র নবনির্মিত ঝর্ণা, আদর্শ পল্লি এবং নদীর তীরে নির্মিত রেলিং উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সিজিএফডব্লিউএ এবং লেডিস ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর আলোচনা করেন। পরে সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বৃক্ষরোপণ করেন এবং বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক এবং সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট পূর্ব জোন সফর করেন। এ সফরে বিসিজি পূর্ব জোন মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সিজিএফডব্লিউএ পশ্চিম জোনে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সিজিএফডব্লিউএ সচিব, বিসিজি লেডিস ক্লাবের সচিব ও কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার ইছানগর এলাকায় শীতার্ত ও অসহায় ৭৫ পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোন

অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী এবং কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তাগণ গান পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে পূর্ব জোনের জোনাল কমান্ডার এবং পূর্ব জোনের সিজিএফডব্লিউএ চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব জোনে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার ইছানগর এলাকায় শীতার্ত ও অসহায় ৭৫ পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন কাজী শাহ আলম, (সি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন, সিজিএফডব্লিউএ'র আঞ্চলিক চেয়ারম্যান জেসমিন আক্তার এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

বিজয় দিবসে পূর্ব জোনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোন গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সিজিএফডব্লিউএ কমপ্লেক্সে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবসে দক্ষিণ জোনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

সিজিএফডব্লিউএ দক্ষিণ জোন গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিসিজি বেইস ভোলায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ সময় সিজিএফডব্লিউএ'র সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব জোনে সেলাই প্রশিক্ষণ

বিসিজি পূর্ব জোন সিজিএফডব্লিউএ কমপ্লেক্সে ১০ নাবিক পরিবারকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১। এ সময় সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় লেডিস ক্লাবের বিদায় সংবর্ধনা

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর মাল্টিপারপাস্ হলে গত ৮ নভেম্বর ২০২১ বিসিজি লেডিস ক্লাব ঢাকার বিদায়ী সদস্যদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিসিজি লেডিস ক্লাব ও সিজিএফডব্লিউএ'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুসলিমা চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি বিদায়ী সদস্যদের উপহার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে লেডিস ক্লাবের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্টের বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা সফর

সিজিএফডব্লিউএ'র নবাগত প্রেসিডেন্ট মুসলিমা চৌধুরী গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা সফর করেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ইনডোর গেমসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পৌঁছালে সিজিএফডব্লিউএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেবুন হক, সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার আঞ্চলিক চেয়ারম্যান ফারজানা আক্তার ও জেনারেল সেক্রেটারি বিসিজি লেডিস ক্লাব অগ্রযাত্রা ফরিদা পারভীন ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে বরণ করেন। পরে সিজিএফডব্লিউএ'র প্রেসিডেন্ট বিজয়ী সদস্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা পরিদর্শনকালে অন্যান্য সদস্যদের মাঝে সিজিএফডব্লিউএ'র নবাগত প্রেসিডেন্ট মুসলিমা চৌধুরী

করেন। এ ছাড়া তিনি সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার সদস্যদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিদর্শন করেন। একই দিন সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেইসে একটি শেওরাবল গাছ রোপণ করেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাতে অংশ নেন। সিজিএফডব্লিউএ'র কোষাধ্যক্ষ সার্জন লেঃ শাইখ রিজভী খাঁন, এএমসিসহ অন্যান্য সদস্যগণ এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবসে ঢাকায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর মাল্টিপারপাস্ হলে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিজিএফডব্লিউএ শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ সময় বিসিজি লেডিস ক্লাব ও সিজিএফডব্লিউএ'র প্রেসিডেন্ট মুসলিমা চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বিজয়ী প্রতিযোগীসহ সকল প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় পুরস্কার বিতরণ

সিজিএফডব্লিউএ'র নবাগত প্রেসিডেন্ট মুসলিমা চৌধুরী গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ইনডোর গেমসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন সিজিএফডব্লিউএ'র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেবুন হক, সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক চেয়ারম্যান ফারজানা আক্তার ও বিসিজি লেডিস ক্লাব অগ্রযাত্রার জেনারেল সেক্রেটারি ফরিদা পারভীন। পরে মুসলিমা চৌধুরী বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় একটি শেওরাবল গাছ রোপণ করেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাতে অংশ নেন। এ সময় কোষাধ্যক্ষ সার্জন লেঃ শাইখ রিজভী খাঁন, এএমসি উপস্থিত ছিলেন।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পরে বিজয়ী প্রতিযোগীদের সিজিএফডব্লিউএ চেয়ারম্যান ফারজানা আক্তার, যুগ্মসচিব নাহিদ আক্তার ও কোষাধ্যক্ষ সার্জন লেঃ শাইখ রিজভী খাঁন, এএমসি।

বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ইনডোর গেমসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সিজিএফডব্লিউএ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ জোন সফর

সিজিএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট মুসলিমা চৌধুরী গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ দক্ষিণ জোন সফর করে। এ উপলক্ষে কোরআন তিলাওয়াত, ইনডোর গেমস ও আচার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ দিন তিনি বিসিজি বেইস ভোলার প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি বৃক্ষরোপণ করেন। এ সময় সিজিএফডব্লিউএ দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান আফরোজা চৌধুরীসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ জোনে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন

সিজিএফডব্লিউএ দক্ষিণ জোন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে গত ২৭ অক্টোবর ২০২১ বিসিজি বেইস ভোলার প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় দক্ষিণ জোনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বিসিজি বেইস ভোলার সিনিয়র মেডিকেল অফিসার সার্জন লেঃ কমান্ডার এম শাহ নেওয়াজ, এএমসি, (বিএ-১০২১১০) সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ জোনে আচার প্রতিযোগিতা

সিজিএফডব্লিউএ দক্ষিণ জোনে গত ২২ জুলাই ২০২১ আচার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় সিজিএফডব্লিউএ দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান আফরোজা চৌধুরীসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব জোনে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গত ২০ অক্টোবর ২০২১ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) পালন করা হয়েছে পূর্ব জোনে। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী বোথওয়াচে পড়ে শোনানো হয়। এ দিন বাদ জোহর পূর্ব জোন সিজিএফডব্লিউএ মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনীর উপর আলোচনা ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করে। পরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে সিজিএফডব্লিউএ পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জোনের সকল জাহাজ, বেইস এবং স্টেশন-আউটপোস্টের নাবিকদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয় দিবসটি উপলক্ষে। এ ছাড়া কালার্স থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল ও সূর্যাস্ত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় আলোচনা সভা

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রায় হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর জীবনীর উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রার ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক চেয়ারম্যান ফারজানা আক্তার। পরে সভায় অংশগ্রহণকারী সিজিএফডব্লিউএ সদস্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা লেডিস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ফরিদা পারভীন।

শোক দিবসে কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সিজিএফডব্লিউএ বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা গত ১৫ আগস্ট ২০২১ কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু-কিশোরদের পুরস্কার বিতরণ করেন সার্জন লেঃ শাইখ রিজভী খাঁন, এএমসি।

UPOKUL
a regular publication by
Bangladesh Coast Guard